পরিমার্জিত ডিপিএড
প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ২: শিক্ষার্থী উন্নয়ন

উপমডিউল ৩

শিক্ষার্থী উন্নয়ন

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

লেখক
ড. রবিউল ইসলাম, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, শরীয়তপুর মো: শাহনেওয়াজ খান চন্দন, সহকারী অধ্যাপক, আই ই আর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আব্দুল্লাহেল মাসুম, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, মহাদেবপুর, নওগাঁ এ কে এম ওবায়েদুল্লাহ, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, শ্রীপুর, গাজীপুর নাসির উদ্দিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
লেখক (পরিমার্জিত সংস্করণ)
মো. কামরুজ্জামান, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), রাজশাহী পিটিআই মিহির হালদার, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), খুলনা পিটিআই

পরিমার্জনে সহযোগিতা

শামিয়া কবীর, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
মো. কাউসার হামিদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই খাগড়াছড়ি

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহ্‌মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সমন্বয়ক

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ ইমামুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
জিয়া আহমেদ সুমন, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ জহুরুল হক, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রচ্ছদ

সমর এবং রায়হানা

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৫

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সব সময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সবসময় সমন্বয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারিএডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি-এর মাধ্যমে ও সময়ের পরিক্রমার সাথে ডিপিএড কোর্সের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) কোর্সটি চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্ট্যাডি, মনিটরিং রিপোর্ট ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই অধিবেশনভিত্তিক ও অনুশীলনভিত্তিক (৭ মাস ও ৩ মাস) সময়কালে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে চলমান বিটিপিটি কোর্সে এই পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের কাজও চলমান।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবেন বলে আশা করা যায়।

এ প্রশিক্ষণ মডিউল ও উপমডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউল ও উপমডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডিউলের আওতায় উপমডিউলসমূহ নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা ও যুগের চাহিদার সাথে যুৎসই পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি (DPEd Effectiveness Study) ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচারস-বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর সফল বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান। তাই সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। পরিমার্জিত প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ এবং ০৩ মাস প্রশিক্ষণ/পরীক্ষণ/অনুশীলন বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে।

এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অনুশীলন করবে। অনুশীলন বিদ্যালয়ে পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করবে। এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির দুর্বলতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে না। এ কারণে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের (বিটিপিটি) আওতায় এ ম্যানুয়ালগুলোতে বর্ণিত অধিবেশনসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষকগণকে সরকারি চাকরির বিধি-বিধান পরিচালন ও শ্রেণি পাঠদানে তাঁর অবদান রাখতে সহায়তা করবে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউল ও উপমডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দীর্ঘমেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা- ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে আরম্ভ হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) বাস্তবায়নে কাজ করছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্স থেকে ধ্যানধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করা এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণটির কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাইলটিংয়ের ফলাফল এবং মনিটরিং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকগুলো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই-ভিত্তিক অধিবেশন ও অনুশীলন সময়কাল ১০ মাস (৭ মাস ও ৩ মাস) নির্ধারণ করা এবং মূল্যায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়।

এই মডিউলগুলো নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ জেনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই মডিউল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এই পরিমার্জন কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ উন্নয়ন ও পরিমার্জনে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করায় তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সুচিন্তিত মতামত এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এয়াড়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও মননের ব্যবহার এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে তথ্যপুস্তক ও ম্যানুয়ালসমূহ এত অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক হবে। একইসঙ্গে এর যথাযথ ব্যবহার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

শিক্ষার্থী উন্নয়ন ম্যানুয়ালের পরিচিতি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশের জাতীয় ও পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও অঙ্গীকার এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে ২০৩০ বা তার পরবর্তী সময় পরিবর্তনের জন্য ইতিবাচক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মোকাবেলায় সক্ষম ও সফল করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিরূপন করে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই দক্ষতাসমূহ অর্জিত হলে বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্ম পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে এগিয়ে যেতে পারবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৯-২০২৩) যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করতে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো

- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত দক্ষতাসমূহ সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করা,
- প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসহ সংশ্লিষ্ট শিখন শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে কীভাবে এসব দক্ষতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারবে তার সামগ্রিক নধারণা প্রদান করা,
- শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জন করানোর জন্য শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন করা,

অধিবেশন কাঠামো

শিক্ষার্থী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে প্রদত্ত অধিবেশনগুলো একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় বিন্যস্ত। প্রথমে অধিবেশন নম্বর ও অধিবেশনের নাম; তারপর রয়েছে অধিবেশনের শিখনফল। অধিবেশন পরিচালনার জন্য কৌশল ও পদ্ধতি এবং উপকরণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে অধিবেশন পরিচালনার বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার সময় যে-সকল তথ্য প্রদর্শন করতে হবে তা আলাদা রঙে বক্সে আবদ্ধ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক উপাদান

শিক্ষার্থী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি অংশগ্রহণমূলক করার জন্য বহুবিধ প্রশিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সব প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে উল্লেখ করে এর পরিচালনার নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি চূড়ান্ত হলেও প্রয়োজনে পরবর্তীতে এর উন্নয়নের জন্য সুযোগ রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য ঠিক রেখে এর কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ উপায়ে অংশীজনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদ্ধতি ও কৌশলে প্রাসঙ্গিক বৈচিত্র।

উপমডিউল- শিক্ষার্থী উন্নয়ন

সূচিপত্র

অধিবেশন	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা	০৮
২	সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skill)	১৪
৩	সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)	২০
৪	সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skill)	২৬
৫	স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management Skill)	৩০
৬	সামাজিক দক্ষতা (Social Skill)	৩৬
৭	শিশুর মূল্যবোধ (Children Values)	৪২
৮	বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship Skill)	৪৭
৯	জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skill)	৫৫
১০	যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)	৬১
১১	সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision making Skill)	৬৮
১২	টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা (Sustainable Eco friendly/green Education)	৭৫

অধিবেশন: ১	শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষার্থী উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিক্ষার্থী উন্নয়নে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত দক্ষতাসমূহ অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, মাইন্ড ম্যাপিং, একক কাজ ও দলগত কাজ ।

উপকরণ: সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্র, পিপিটি, মার্কার ও সাইন পেন।

অংশ-ক	শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা	সময়: ২০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। বোর্ডে নিম্নরূপভাবে শিক্ষার্থী উন্নয়ন শব্দ দুটি লিখে মাইন্ড ম্যাপিং করুন। প্রয়োজনে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে দিয়ে বোর্ডে লিখান।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ভাবনার সুযোগ দিন এবং পরস্পর আলোচনা করে পুনরাবৃত্তি পরিহার করে বলতে বলুন। একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে বোর্ডে ভাবনাগুলো সংক্ষেপে (কী-ওয়ার্ডে) লিখান।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত থেকে সাধারণ ধারণা প্রদানে সহায়তা করুন। প্রয়োজনে নিচের তথ্যটি প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা করুন।

শিক্ষার্থীর স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শেখার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষাগত, ব্যক্তিগত এবং পেশা সহায়ক উন্নয়নই হলো শিক্ষার্থী উন্নয়ন।

৪. সহায়ক তথ্য অংশ-ক এর আলোকে সকলের ধারণা উন্নয়নে সহায়তা করুন এবং পিপিটির মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-খ	শিক্ষার্থী উন্নয়নের ক্ষেত্র	সময়: ৩৫ মিনিট

১. বোর্ডে নিম্নরূপ একটি অসম্পূর্ণ বিবৃতি লিখুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কল্পনা থেকে তা পূরণ করে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলুন।
আমি এমন শিশু চাই যার মধ্যে .... দক্ষতা থাকুক।
প্রয়োজনে একটি উদাহরণ প্রদান করুন।
(যেমন, আমি এমন শিশু চাই যার মধ্যে **চিন্তা করার** দক্ষতা থাকুক।)

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৫ মিনিট সময় দিন এবং যে বেশি বিবৃতি তৈরি করতে পাওে তাকে বলতে বলুন।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা বিবৃতিগুলো বলতে/পড়তে বলুন। বিবৃতির মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর দক্ষতাসংশ্লিষ্ট অংশ বোর্ডে পর্যায়ক্রমে লিখুন বা একজন প্রশিক্ষণার্থীকে লিখতে বলুন।

৪. বোর্ডে লেখা বিবৃতির সাথে নিম্নে প্রদত্ত তথ্যটি প্রদর্শন করে সমন্বয় সাধন করুন।

• সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা	• সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা	• সহযোগিতামূলক দক্ষতা
• সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা	• যোগাযোগ দক্ষতা	• বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা
• সমস্যা সমাধান দক্ষতা	• ব্যবস্থাপনা দক্ষতা	• জীবিকায়ন দক্ষতা

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট দক্ষতার অংশ প্রদান করুন এবং ১০ মিনিট সময় দিন। আলোচনা করে বিষয়টি উপলব্ধি করতে বলুন।

৬. যে কোন একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। বাকী দলগুলোকে মিলাতে বলুন। প্রয়োজনীয় কোন অংশ সংযোজনী থাকলে বলতে বলুন।

৭. সহায়ক তথ্য অংশ-খ অনুযায়ী পিপিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থী উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-গ	শিক্ষার্থী উন্নয়নে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত দক্ষতাসমূহ অর্জনের গুরুত্ব	সময়: ৩০ মিনিট

১. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জানতে চান যে, প্রশিক্ষণার্থীর উপরোক্ত দক্ষতাসমূহ অর্জনের গুরুত্ব কী? চিন্তা করার জন্য তাদের দুই মিনিট সময় দিয়ে নিজ নিজ খাতায় পয়েন্ট আকারে লিখতে বলুন।

২. প্রত্যেকের থেকে একটি করে পয়েন্ট নিয়ে বোর্ডে লিখুন এবং উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করুন।

৩. এবার **সহায়ক তথ্য অংশ-গ** এর আলোকে দক্ষতাসমূহের গুরুত্ব পিপিটির মাধ্যমে স্পষ্ট করুন।

অংশ-ঘ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীগণকে নিম্নের নমুনা প্রশ্নগুলো করুন।

ক. শিক্ষার্থী উন্নয়ন কী?
খ. শিক্ষার্থী উন্নয়নের একটি ক্ষেত্রের নাম বলুন।
গ. শিক্ষার্থী উন্নয়ন কেন প্রয়োজন?

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন। পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ জানান। বিনয়ের সাথে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১: শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষার্থী উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিক্ষার্থী উন্নয়নে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত দক্ষতাসমূহ অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	শিক্ষার্থী উন্নয়নের ধারণা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক পরিসরে শিক্ষার্থীকে অভিযোজিত করতে হলে শুধুমাত্র একমুখী চিন্তায় পারদর্শী করে গড়ে তোলার কোনো সুযোগ নেই। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষাসেবায় তথ্যপ্রযুক্তির লাগসই সংযোজনের মতো পদক্ষেপগুলো শিক্ষা কাঠামোয় ইতিবাচক রূপান্তর এনে দিয়েছে। তবে আমরা আজ উন্নয়নের যাত্রাপথে যে যুগসন্ধিক্ষণে উপণীত, সেইক্ষণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে দক্ষ জনশক্তির বিকাশকে নির্বিঘ্ন ও সাবলীল রাখতে সক্ষমতার সর্বোত্তম স্তরে পৌঁছে দেওয়া সময়ের চ্যালেঞ্জ। এমনই এক প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক, মানবিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীর উন্নয়নকে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য প্রয়োজন শিক্ষককে প্রস্তুত করে তোলা।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	শিক্ষার্থী উন্নয়নের জন্য কতিপয় দক্ষতা

- সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skill)
- সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skill)
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision Making Skill)
- যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)
- স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা (Self-analysis Skill)
- স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management Skill)
- সহযোগিতামূলক দক্ষতা (Collaboration Skill)
- বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship Skill)
- জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skill)
- সামাজিক দক্ষতা (Social Skill)

১। সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking skills)

কোনো বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক বিষয় বা বাস্তব জীবনের সমস্যা অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বা সমাধান করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করার বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking) নামে অভিহিত করা হয় । অধিকাংশ সময়েই মানুষ সচেতনভাবে

উপলব্ধি করতে না পারলেও সূক্ষ্ম চিন্তন করার সময় সে আসলে চিন্তনের কতগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ধাপ অনুসরণ করে কোনো একটি সমাধান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা যে কোনো জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক সূক্ষ্ম দক্ষতাকে সমন্বয় করে কাজ করেন, যেমন বিষয়টির ধরন অনুযায়ী চিন্তার কৌশল নিয়ে চিন্তা করা, অনুসন্ধানী প্রশ্ন করার কৌশল অনুসরণ, বিশ্লেষণ, সংযোজন ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ ইত্যাদি। এর ফলে জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

২। সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skill)

গতানুগতিক চিন্তাভাবনার বাইরে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে নতুন ধারণা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের দক্ষতাই সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় গতানুগতিক চিন্তা ধারার পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে; এর মাধ্যমে যেমন নতুন কৌশল ও উপায় বেরিয়ে আসে, তেমনি নতুন পথের এবং সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন দক্ষতাই ব্যক্তি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

৩। সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)

সমস্যা চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে সে সমস্যার সহজ সমাধানে উপনীত হওয়ার দক্ষতাই সমস্যা সমাধান দক্ষতা। সমস্যা সমাধানের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চর্চা করার মধ্য দিয়ে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করা, সে অনুযায়ী সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাই করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision Making Skill)

পরিস্থিতি অনুধাবন করে কোনো সমস্যার তথ্যভিত্তিক একাধিক সমাধানে উপনীত হওয়া এবং যৌক্তিকভাবে একটি সমাধান বাছাই করাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা। অনেকেই যৌক্তিক চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে যারা পারদর্শী তারা সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়টিকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন, এরপর সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিবেচনা করে সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

৫। যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)

কার্যকর এবং সহজবোধ্যভাবে তথ্য বা মতামত প্রকাশ করার দক্ষতাই যোগাযোগ দক্ষতা। আমরা মৌখিক, অভিব্যক্তি এবং লিখিত বার্তা ব্যবহার করে তথ্য, মতামত, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ করি। এক্ষেত্রে সক্রিয় শ্রবণ, উপস্থাপন শৈলী, আগ্রহের সাথে বার্তা দেয়া-নেয়ার দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগ যোগাযোগ দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে।

৬। স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা (Self-analysis Skill)

কোনো বিষয়ের তথ্য, সংশ্লিষ্ট কাজ অনুপূঙ্খভাবে খুঁজে দেখে সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারাই হলো স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা। স্ব-বিশ্লেষণ দক্ষতা হল নিজের শক্তি, দুর্বলতা, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং বোঝার ক্ষমতা। এটি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা।

শিক্ষার্থী যদি বিশেষ দিনে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে যেতে চায়, সে জন্য কী পোশাক পরবে তা নির্ধারণ করতে ও বিশ্লেষণ করতে হয়।

শিক্ষার্থী নিজেকে প্রশ্ন করতে পারে:

- আমি এখানে কি তথ্য বিবেচনা করছি?
- আমি কি বিশ্লেষণ করব?
- আমি কি কারো কাছে পরামর্শ চাইব?
- কার কাছে পরামর্শ চাইতে হবে?
- কি ধরণের অনুষ্ঠান?
- কোন ধরণের লোকের সমাগম হবে?
- কেমন রঙের পোশাক পরতে হবে?

ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিবে যে কোন পোশাক পরতে হবে।

৭। স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management Skill)

সমৃদ্ধ জীবন ও উন্নত সমাজ গঠনে ব্যক্তির বিভিন্ন দক্ষতার পাশাপাশি প্রয়োজন স্ব-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকরভাবে আত্ম-পরিচর্যা বা নিজেকে ইতিবাচকভাবে পরিচালিত করার সক্ষমতা অর্জন করে ভালো থাকা। এজন্যে বিশেষ কিছু দক্ষতার সমন্বয় প্রয়োজন, যেমন আত্মসচেতনতা ও আত্ম-বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, আবেগিক বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক সম্পর্কের ফলপ্রসূ ব্যবহার, প্রাত্যহিক জীবন যাপন দক্ষতা এবং সর্বোপরি সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা।

৮। সহযোগিতামূলক দক্ষতা (Collaboration Skill)

কোন কাজ সম্পাদনে ও উৎকর্ষতা অর্জনে পারস্পরিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে প্রয়োজন সম-মনোভাব ও দলগত চেতনা সৃষ্টি করা। বৈচিত্রকে মূল্য দিয়ে বিভেদ কমিয়ে আনা, সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতার পরিধি প্রসারিত করা মূলত এই দক্ষতার অন্তর্গত।

৯। বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship Skill)

বিশ্ব নাগরিকত্ব হল এমন একটি ধারণা যা মানুষকে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করে সেখানে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার নিজ পরিসর, সমাজ, সংস্কৃতি তথা দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন যা বৈষম্যহীন বিশ্ব তৈরিতে এবং মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন প্রজন্ম দেশ তথা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে সকলের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল, একীভূত, সুরক্ষিত এবং টেকসই বিশ্ব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে।

১০। জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skill)

কর্মজগতের জন্য প্রস্তুত হতে এবং নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে যে দক্ষতা সমূহ প্রয়োজন তাই হচ্ছে জীবিকায়ন দক্ষতা। কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি নিজের কাজ নিজে করতে পারার দক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা, ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও উদ্যোক্তা হওয়ার দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তা ও চাকুরি অনুসন্ধানের দক্ষতা, ভবিষ্যত কর্মদক্ষতা সুনির্দিষ্ট পেশায় নিয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এসকল দক্ষতাসমূহের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের সাথে সাথে নতুন কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

সহায়ক তথ্য অংশ - গ	শিক্ষার্থী উন্নয়নে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত দক্ষতাসমূহ অর্জনের গুরুত্ব

- অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবণ করা;
- প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব ও মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করা;
- সূক্ষ্ম-চিন্তনের মাধ্যমের সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা;
- ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা;
- সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা;
- পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা;
- নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা;
- নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা;
- প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা;
- পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা;
- ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

অধিবেশনঃ ২	সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skill)

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিখনক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিখনক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সময়ঃ ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশলঃ প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রদর্শন, কেইস পর্যালোচনা, দলগত কাজ, পরিকল্পনা প্রণয়ন।

উপকরণঃ শিখনফলসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম, মাল্টিমিডিয়া, তথ্যপত্র, পোস্টার পেপার, মার্কার।

অংশ- ক	শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা	সময়ঃ ২৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যাহিক কাজে সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা ব্যবহার করেছে এই রকম একটি উদাহরণ জানতে চান।

৩. এরপর তাদের প্রশ্ন করুন, শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন কী? প্রশিক্ষণার্থীদের চিন্তা করতে ২ মিনিট সময় দিন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ যথাযথ উত্তর প্রদানে সহায়তা করুন।

৫. এবার **সহায়ক তথ্য অংশ-ক** এর আলোকে সম্ভাব্য উত্তর বলুন এবং পিপিটি/আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ- খ	শিখনক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতার গুরুত	সময়ঃ ২৫ মিনিট

১. এবার সব প্রশিক্ষণার্থীকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করুন।

২. নিম্নোক্ত ‘কেইস’টি মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের পড়তে বলুন। **(সহায়ক তথ্য-খ)**

৩. প্রশ্ন করুন কেইস এর ঘটনাটির শিখনে কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে? এবং তা জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।

কেইস

রবিন ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। সে গ্রামে থাকে। একবার সে তার মামার সাথে ঢাকা শহরে বেড়াতে গেল। মামার সাথে সে ঢাকার চিড়িয়াখানা, শিশু পার্ক, জাদুঘর ও নিউ মার্কেটে ঘুরতে যায়। যেখানে যায় সেখানেই সে অনেক মানুষের ভিড় দেখতে পায়। তার মনে পড়ল পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ে ১৪তম অধ্যায়ে 'জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ' নামে একটা অধ্যায় আছে। সেখানে সে পড়েছে যে, ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ আর ২০১১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ। সে ভাবতে লাগল দেশে ৪০ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও কেন মানুষের অভাব অনটন আগে থেকে এখন অনেক কম? তাহলে আমাদের দেশের কৃষি জমি কি বেড়েছে? জনসংখ্যা যদি আরো বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হবে?

প্রথমে সে তার মামার কাছে বিষয়টি জানতে চাইল। মামা একটা উদাহরণ দিল। সেচ দিলে ফসল ভাল হয়। ৪০ বছর আগে ফসলে সেচ দেয়ার ব্যবস্থা আধুনিক ছিল না। এখন ফসলে বিভিন্ন উপায়ে সহজেই সেচ দেয়া যায়। ফলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার মামা তাকে বলল, "আরও অনেকভাবে আমাদের দেশের ফসলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তুমি স্কুলের বইতে পড়েছো।"

এবার রবিনের পাঠ্যবইতে পড়া অনেক কিছু মনে পড়ে গেল। সে জেনেছে যে, দেশে ফসলের নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সার ফসলে ব্যবহার হচ্ছে। আগে গরু দিয়ে চাষ করা হতো কিন্তু এখন ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করা হয়। একই জমিতে বারবার চাষের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়। দেশে আগের চেয়ে অনেক বেশি খাদ্য শস্য উৎপাদন হচ্ছে। এ সব কিছুই সে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির বইতে পড়েছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মানুষের অভাব তেমন বাড়েনি। পাঠ্যবই থেকে পড়া বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে জেনে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল।

৪. প্রত্যেক জোড়া থেকে একটি করে উত্তর নিয়ে বোর্ডে লিখুন এবং আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ- গ	শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন উন্নয়ন কৌশল	সময়: ৩৫ মিনিট

১. মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ৩টি সূক্ষ্ম-চিন্তন ক্ষেত্রের শিখনফল প্রদর্শন করুন **(সহায়ক তথ্য-গ)**।

২. প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ৫টি দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলকে একটি করে শিখনফল দিয়ে নিম্নোক্ত কাজটি করার নির্দেশনা দিন।

   কাজ: সূক্ষ্ম-চিন্তন ক্ষেত্রের ভিত্তিতে একজন শিক্ষক কীভাবে সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতার উক্ত শিখনফলভিত্তিক পাঠটি পরিচালনা করতে পারেন? দলগত কাজটি করার জন্য তাদের ১০ মিনিট সময় দিন।

৩. দলগত কাজটি শেষ হলে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে বলুন।

৪. প্রয়োজনে **সহায়ক তথ্য অংশ- গ** এর সহায়তায় আলোচনা করুন এবং অংশ-গ সমাপ্ত করুন।

অংশ- ঘ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ৫ মিনিট

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে এই অধিবেশনের অর্জিত ধারণাগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলুন।
- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।

অধিবেশনটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২: সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিখনক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিখনক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন এর ধারণা

সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skill) কোনো বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বা সমস্যা সমাধান করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করার বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা নামে অভিহিত করা হয়। সূক্ষ্ম চিন্তন করার সময় মানুষ চিন্তনের কতগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ধাপ অনুসরণ করে কোনো একটি সমাধান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা যেকোনো জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক চিন্তন দক্ষতাকে সমন্বয় করে কাজ করে; যেমন: বিষয়টির ধরন অনুযায়ী চিন্তার কৌশল নিয়ে চিন্তা করা, অনুসন্ধানী প্রশ্ন করার কৌশল অনুসরণ, বিশ্লেষণ-সংযোজন ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ ইত্যাদি। এর ফলে জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন দক্ষতাই ব্যক্তি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। শিশু উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এই যোগ্যতা তাদের সহজাতভাবেই বিকশিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় এই নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ পরিচালনায় কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা

শিক্ষার্থীর যে কোনো বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক বিষয় বা বাস্তব জীবনের সমস্যা অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বা সমাধান করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করার বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়াই সূক্ষ্ম চিন্তন। এই পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা বলা হয় (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১)।

এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

- সমস্যার সম্ভাব্য কারণ উপলব্ধি করতে পারা;
- কোনো বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারা;
- সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের উপায় চিহ্নিত করতে পারা;
- কোনো কিছুর ভালো ও মন্দ দুটি দিক বিবেচনা করতে পারা;
- নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে পারা;
- যুক্তির ব্যবহার করা;
- সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারা;
- শেষে মূল্যায়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সমাধান করতে পারা।

সূক্ষ্ম-চিন্তন এর উদাহরণ-

- সামর্থ্য ও দুর্বলতা শনাক্তকরণ,
- সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে পূর্বানুমান করা,
- বিতর্ক মডারেট করা,
- বিচারকার্য করা,
- রচনা গ্রেডিং করা,
- কিছু বিশ্বাস করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেয়া,
- যে কোনো পরিস্থিতির সর্বোত্তম সমাধান করা।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	**শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা গুরুত্ব**

- সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা শিক্ষার্থীকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
- কোনো বিষয়বস্তু বুঝতে সহায়তা করে।
- সঠিক তথ্য পেতে সহায়তা করে।
- সঠিক মূল্যায়নে সহায়তা করে।
- সূক্ষ্ম-চিন্তন শিখনকে স্থায়ী করে।
- শিক্ষার্থীকে নতুন সমস্যাসমূহের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ও প্রতিক্রিয়া জানাতে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থী নতুন সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।
- বিশ্লেষণ করার দক্ষতা শিক্ষার্থীর নতুন বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রকাশ পায়।

সহায়ক তথ্য অংশ - গ	**শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা যেভাবে উন্নয়ন করা যায় (কৌশল)**

শিক্ষার্থীর সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতাকে উন্নয়ন করতে তাদের সামর্থ্য ও বয়স বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।
কয়েকটি কৌশল দেয়া হলো:

- **বোধ্যগম্যতা বাড়াতে বার বার পড়তে দেয়া:** শিক্ষার্থীর কোনো বিষয়ে চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বার বার পড়তে দিতে হবে। তাদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে চিন্তনে উৎসাহিত করতে হবে যাতে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে।
- **সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলির মধ্যে হতে উত্তম সমাধান বাছাই করা:** কোনো সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি হতে কোনটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বা উত্তম তা বাছাই করতে দেয়া। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা যাতে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে চিন্তা করতে হয়।
- **গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সমাধানের দিকে যাওয়া:** কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে না করে শিক্ষার্থীদের কাছে উপায় জিজ্ঞেস করে মতামত নেয়া। তাদেরকে বার বার প্রশ্ন করে সূক্ষ্ম চিন্তা

করতে সহায়তা করার মাধ্যমে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করানো, যাতে তারা সঠিক সমাধানের দিকে যেতে পারে।

- **মূল্যায়নের মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতা বাড়াতে করণীয়:** শিক্ষার্থী যা শিখেছে তা স্মরণ করতে পারা, যা শিখেছে তা অনুধাবন করতে পারা, লব্ধ ধারণা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা, তথ্যকে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারা, সারসংক্ষেপ তৈরি বা ব্যাখ্যা করতে পারা। অর্জিত জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা, ধারণা বা যুক্তিকে বিশ্লেষণ করতে পারা, কোনো বিষয়ে যুক্তি সহকারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারা, কোনো শিক্ষার্থীর বাড়তি সহায়তা প্রয়োজন কিনা, এমন প্রশ্ন করা যাতে শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি উত্তর না পায় চিন্তা করে উত্তর বের করতে হয়।

৫ম শ্রেণির শিক্ষাক্রম থেকে সূক্ষ্ম-চিন্তন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শিখনফলের নমুনা

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৫.৩.৪): বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান উল্লেখ করতে পারবে।
২. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১২.১.১): জনসংখ্যা জনসম্পদে রূপান্তরের উপায় বলতে পারবে।
৩. প্রাথমিক বিজ্ঞান (১০.২.১): প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন যাপনের মান উন্নয়নের বর্ণনা করতে পারবে।
৪. আমার বাংলা বই (৩.১.১): ছবি দেখে উক্ত বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে পারবে।
৫. গণিত (২০.৭.২): সরলীকরণের মাধ্যমে ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও বন্ধনী ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমাধান করতে পারবে।

অধিবেশন: ৩	সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিখনে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. জাতীয় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সমস্যা সমাধান কৌশল ব্যবহার করা যায় এমন শিখনফল শনাক্ত করতে পারবেন;

গ. শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রদর্শন, ব্রেইনস্ট্রর্মিং, একক কাজ ও দলগত কাজ।

উপকরণ: শিখনফলসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম, পিপিটি, তথ্যপত্র।

অংশ- ক	সমস্যা সমাধান দক্ষতার ধারণা	সময়: ২৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন।

২. প্রাত্যহিক জীবনে সমস্যা সমাধান করতে হয় এমন কাজ বা অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাবতে বলুন।

৩. আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে ২/৩ জনকে মতামত প্রদানের সুযোগ দিন।

৪. সমস্যা সমাধান দক্ষতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রেইনস্ট্রর্মিং করার সুযোগ দিন।

৫. সমস্যা সমাধান দক্ষতা বিষয়ে ২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে মতামত প্রদান করতে বলুন।

৬. **তথ্যপত্র অংশ-ক** এর আলোকে উদহারণসহ সমস্যা সমাধান দক্ষতার ধারণা পিপিটির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

অংশ-খ	শিক্ষাক্রম থেকে শিখনফল শনাক্তকরণ	সময়: ৩৫ মিনিট

১. সমস্যা সমাধান কৌশল ব্যবহার করা যায় এমন ৫টি শিখনফল (জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) নির্ধারণ করুন। **সহায়ক তথ্য অংশ-খ** এর আলোকে কাজটি সম্পর্কে ধারণা দিন।

২. দল-১ বাংলা, দল-২ ইংরেজি, দল-৩ গণিত, দল-৪ বিজ্ঞান, এবং দল-৫ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের অংশ সরবরাহ করুন। তাদের দলগত কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

৩. প্রতিটি দলকে উপস্থাপনের জন্য ৩ মিনিট করে সময় দিন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে আলোচনা সমাপ্ত করুন।

অংশ-গ	সমস্যা সমাধান দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়	সময়: ২৫ মিনিট

১. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের একই দলে **সহায়ক তথ্য অংশ-গ** সরবরাহ করুন। প্রতিটি দলকে ১০ মিনিট করে সময় দিন।
২. প্রতিটি দলকে সারাংশ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রয়োজনীয় আলোচনা এবং ফলাবর্তন দিন।

অংশ-ঘ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ৫ মিনিট

- প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এই অধিবেশনের অর্জিত ধারণাগুলো বলতে বলুন।
- সমস্যা সমাধান দক্ষতার বিষয় ভিত্তিক শিখনফল বলতে বলুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।

অধিবেশনটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য-৩	অধিবেশন ৩: সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক.শিখনে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ.জাতীয় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সমস্যা সমাধান কৌশল ব্যবহার করা যায় এমন শিখনফল শনাক্ত করতে পারবেন;

গ.শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	সমস্যা সমাধান দক্ষতা

সমস্যা চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে সে সমস্যার সহজ সমাধানে উপনীত হওয়ার দক্ষতাই সমস্যা সমাধান দক্ষতা। সমস্যা সমাধানের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চর্চা করার মধ্য দিয়ে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করা, সে অনুযায়ী সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাই করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১)

সমস্যা সমাধান হলো একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া- যা আগে থেকে জানা নেই- এমন একটি সমস্যা যে একটি নির্দিষ্ট সেটের শর্ত সাপেক্ষে এবং যে সমস্যা সমাধানকারী আগে দেখেননি, একটি সন্তোষজনক সমাধান পাওয়ার জন্য (সেন্টার ফর টিচিং এক্সিলেন্স, ইউনির্ভাসিটি অব ওয়াটারলু)।
সমস্যা সমাধানের দক্ষতা হলো কোনো সমস্যা শনাক্ত করা, বিশ্লেষণ করা এবং কার্যকরভাবে সমাধান করার ক্ষমতা।

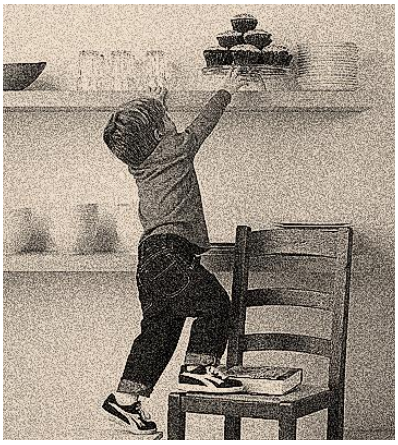

যেমন, উঁচু স্থান থেকে কিছু সংগ্রহের সমস্যা;
কোনো বর্ণ দিয়ে শুরু হয় এমন ফুল, ফল, মাছ ইত্যাদির নাম লেখা/বলা;
৩, ১, ২ এই তিনটি অংক দিয়ে দশক স্থানে ৩ রেখে বৃহত্তম সংখ্যা তৈরি;
একটা সমস্যাকে গণিতের নিয়মে সাজানো, ইত্যাদি।

খেলার সাথীদের সাথে দ্বন্দ্ব মিটানো বা সমঝোতা- প্রত্যেক শিশুদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় আর এটা প্রাত্যহিক ঘটনা। অভিভাবক বা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত তৈরি হওয়া সমস্যা সমাধান সবসময় সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষার্থীদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা। আর এভাবেই তাদের মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও স্বতন্ত্রসত্তা গড়ে উঠবে। কোন সমস্যার মুখে নিষ্ক্রিয় বা ভিত না হয়ে তাদের কাজ করার ইচ্ছা, যৌক্তিক চিন্তা, সমাধান না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকার ধৈর্য গড়ে উঠবে। শিশু উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এই যোগ্যতা তাদের সহজাতভাবেই বিকশিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রমের রূপরেখাতে এই নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ পরিচালনায় কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতার বিকাশ ঘটানো যায়।

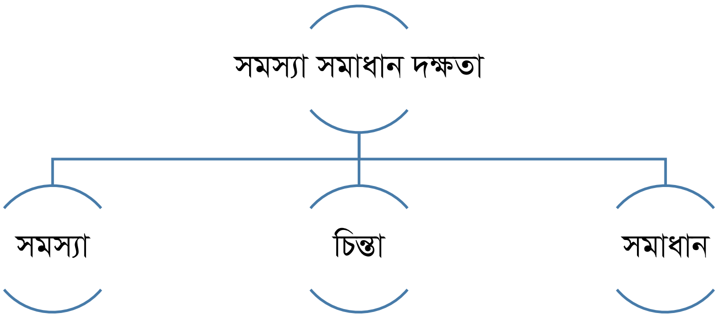

কোনো লক্ষ্য অর্জনে অথবা বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়নের উপায় যখন অজানা বা অনিশ্চিত তখন তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় খোঁজার সক্ষমতাকে আমরা বলতে পারি সমস্যা সমাধান দক্ষতা। অজানা কোনো কিছু যখন সমাধান করতে পারি, তখন আমরা বলি সমস্যা সমাধান করেছি। কোনো কাজ বা সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পেতে অভিজ্ঞতার ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন: গাণিতিক ধারণা ব্যবহার করতে দিয়ে বাজার করে টাকা আদান প্রদানের মাধ্যমে দাম পরিশোধ করা (একাধিক সামগ্রী কিনে ৫০০ টাকার নোট দিয়ে দাম পরিশোধ ও অতিরিক্ত টাকা ফেরত নেয়া);
পরিমাপের একক ও জ্যামিতির ধারণা ব্যবহার করে দিয়ে খেলার ঘর তৈরি অথবা দুজনের উচ্চতার তুলনা করা;

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	**শিক্ষাক্রম থেকে শিখনফল শনাক্তকরণ**

উদাহরণ:
১। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১২.১.১): মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
২। প্রাথমিক বিজ্ঞান (৭.৩.১): বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ করতে পারবে।
৩। গণিত (১৪.১.১): কথায় ও চিত্রে বর্ণিত সমস্যাকে গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে প্রকাশ করতে পারবে।
৪। গণিত (১৪.২.১): গুণ ও ভাগ সংক্রান্ত সমস্যার গাণিতিক রূপ দিতে পারবে এবং সমাধান করতে পারবে।
৫। গণিত (১৪.৩.২): গাণিতিক রাশি সরলীকরণ করে সমাধান করতে পারবে।
৬। গণিত (১৪.৪.১): যোগ/বিয়োগ ও গুণ/ভাগ সংক্রান্ত তিন স্তর বিশিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
৭। গণিত (২০.৭.২): সরলীকরণের মাধ্যমে ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ও বন্ধনী ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমাধান করতে পারবে।
৮। বাংলা (৩.১.৫): তথ্যমূলক রচনা শুনে সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।
৯। বাংলা (২.২.২): শিক্ষকের আলোচনা শুনে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
১০। বাংলা (৪.১.৭): রূপকথা, গল্পের কাহিনি, নাটিকা শুনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলতে পারবে।
১১। ইংরেজি (1.6.1): Get specific information from listening to a variety of descriptions।

সহায়ক তথ্য অংশ - গ	**সমস্যা সমাধান দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়**

শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান সক্ষমতাকে বিবেচনা করা:

শিশু বা শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতাকে উৎসাহিত করতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও বয়স বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ করতে হবে।

সমস্যা সমাধানের দৃষ্টান্ত দেখানো:

কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিন্তার প্রক্রিয়াগুলো শিক্ষার্থীদের বলা। তাদের সাথে কাজ করার সময় বাস্তব সমস্যা সমাধান করে দেখানো,যাতে সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্যা তারা নিজেরা সমাধান করতে পারে। একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ হলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল করে- ভুল করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করা। এতে শিক্ষার্থীর মধ্যে ভুল করার ভীতির বদলে প্রচেষ্টার মনোভাব দৃঢ় হবে। প্রথম প্রচেষ্টা ভুল হলেও আবার চেষ্টা, আবার চেষ্টা এমন প্রেষণা গড়ে উঠবে।

শিশুদের মতামত প্রদানের সুযোগ তৈরি:

কোনো সমস্যা সমাধানে শিক্ষক নিজে না করে শিশুদের কাছে উপায় জিজ্ঞেস করা। এতে শিক্ষার্থী ভুল করাকে সহজভাবে নিতে শিখবে এবং প্রচেষ্টার প্রতি উৎসাহিত হবে, তাদের সমস্যা সমাধান চর্চার সুযোগ তৈরি হবে। আর শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীর মতামত ও সমাধানকে প্রশংসা করবেন, উৎসাহ দিবেন- তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে আর নিজে থেকে সমস্যা সমাধানে সক্রিয় প্রবণতা গড়ে উঠবে।

শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রশ্ন বা সমস্যা তৈরি করা:

শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রশ্ন বা সমস্যা তৈরি করার জন্য, প্রথমে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান এবং দক্ষতার স্তরটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। এটি করার জন্য, শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলতে পারেন, তাদের কাজ মূল্যায়ন করতে পারেন বা তাদের একটি প্রাথমিক পরীক্ষা বা মূল্যায়ন দিতে পারেন। একবার শিক্ষার্থীর সামর্থ্য সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাওয়ার পরে, তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতার স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন বা সমস্যা তৈরি করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে,

- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলির স্তর অবশ্যই শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং দক্ষতার স্তরের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি খুব সহজ বা খুব কঠিন হওয়া উচিত নয়।
- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলিতে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে এবং নতুন তথ্য এবং ধারণাগুলি শিখতে উৎসাহিত করা উচিত।
- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের কৌতূহল উদ্দীপক এবং চ্যালেঞ্জিং হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের শিখতে এবং তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নত করতে উৎসাহিত করা।
- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলিকে ধীরে ধীরে কঠিন করে তুলুন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ প্রশ্ন বা সমস্যা দিয়ে শুরু করতে হবে এবং তারপরে ধীরে ধীরে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি আরও কঠিন করে তুলতে হবে।
- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে। একই ধারণাটি পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন বা সমস্যা ব্যবহার করতে পারেন। এটি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দক্ষতা প্রয়োগ করতে এবং তাদের জ্ঞানকে নতুন উপায়ে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবে।

- প্রশ্ন বা সমস্যাগুলিকে বাস্তব-বিশ্বের পরিস্থিতিতে সংযুক্ত করুন। এটি শিক্ষার্থীদের তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতাগুলিকে বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলি সমাধান করতে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে।

শিক্ষার্থীকে চেষ্টার সুযোগ তৈরি করে দেয়াঃ

সমাধান বা উত্তর না বলা। শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টার সুযোগ দেয়া, ভুল করার পরেও শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার সুযোগ তৈরি করা। এতে শিক্ষার্থীর ভুল-সঠিক; ব্যর্থতা-সাফল্যেও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা নিশ্চিত হবে। শিক্ষক কখনও উত্তর বা সমাধানের চাবি হতে পারে না। বরং শিক্ষকের দক্ষতা হলো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাধানের সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

সমস্যা সমাধানের কাঠামো ব্যবহার করুনঃ

একটি সমস্যা সমাধানের কাঠামো শিশুদের সমস্যার মধ্য দিয়ে কাজ করার একটি পদ্ধতি প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি কাঠামো ব্যবহার করতে পারেন যা সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্য সমাধান, সমাধানগুলি মূল্যায়ন এবং একটি সমাধান বাস্তবায়নের মতো পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

খেলাধুলা :

খেলাধুলা শিশুদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি খেলা, শিশুদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে, সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুনঃ

শিশুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা একটি দুর্দান্ত উপায় তাদের চিন্তাভাবনা প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি কী কী?" বা "তুমি এই সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করবে?"

সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন মানসিক কৌশল কাজে লাগানোঃ

- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যঃ কিছু শিক্ষার্থী অন্যদের তুলনায় আরও বিশ্লেষণাত্মক বা সৃজনশীল হতে পারে। এটি তাদের বিভিন্ন মানসিক কৌশল ব্যবহার করার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাঃ কিছু শিক্ষার্থী অন্যদের তুলনায় আরও বেশি সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এটি তাদের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঃ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের কৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারে। এটি তাদের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
- বিশ্লেষণঃ সমস্যার কারণ এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলি বোঝার জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা।
- সৃজনশীলতাঃ নতুন সমাধানের জন্য ধারণাগুলি তৈরি করা।
- সমসাময়িকতাঃ একাধিক সমাধান বিবেচনা করা এবং সেগুলির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি তুলনা করা।
- নমনীয়তাঃ নতুন তথ্য বা পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করা।
- সংকল্পঃ একটি সমাধান বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা।

শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়াঃ

শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের:

- তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং সমাধান তৈরি করতে উৎসাহিত করে।
- তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।
- তাদের সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা বিকাশে সহায়তা করে।
- তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়।
- তাদের শেখার প্রক্রিয়ার উপর আরও নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে।

শিশুকে সমস্যা সমাধানের জন্য কৃতিত্ব দিন:

শিশু যখন একটি সমস্যার সমাধান করে তখন তাকে কৃতিত্ব দিন। এটি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

অধিবেশন: ৪	সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, থিংক-পেয়ার-শেয়ার, আলোচনা।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, পাঠ্যবই, পিপিটি।

অংশ-ক	সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা	সময়: ৩৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. সৃজনশীলতা নিয়ে তাদের (২/৩ জনের) বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা শুনুন।
৩. এরপর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা সম্পর্কে তারা কী বুঝে তা জানতে চান।
৪. ৫/৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে তাদের উত্তর/অভিজ্ঞতা শুনুন এবং
৫. **সহায়ক তথ্য অংশ-ক** এর আলোকে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট আচরণসমূহ পিপিটির মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।

অংশ-খ	শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়	সময়: ৫০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন।
২. শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে পয়েন্ট আকারে লিখতে বলুন।
৩. দৈবচয়নের ভিত্তিতে যেকোন একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। বাকী দলগুলোকে মিলাতে বলুন। প্রয়োজনীয় কোন সংযোজন থাকলে তা বলতে বলুন।
৪. এবার **সহায়ক তথ্য অংশ-খ এর** আলোকে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় আলোচনা করুন।
৫. এবার শিক্ষার্থীদের পূর্বের দল ঠিক রেখে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন।
৬. তাদেরকে বলুন আমরা এতক্ষণ যা শিখলাম তার আলোকে প্রত্যেক দল পাঠ্যবই থেকে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক এমন একটি করে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করুন।
৭. শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রত্যেক দলকে ওই বিষয়বস্তুর উপর একটি করে শিখন-শেখানো পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। কাজটি করতে তাদের ১০ মিনিট সময় দিন।
৮. দলগত কাজ শেষ হলে তাদেরকে নিজ নিজ কাজ মার্কেট প্লেসে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ কাজ পর্যবেক্ষণ করে মতামত উপস্থাপনে উৎসাহিত করুন।

অংশ-গ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ৫ মিনিট

তাদের নিকট জানতে চান,

- সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা কী?
- কীভাবে শিশুর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বিকাশ করা যায়?

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।

অধিবেশনটি পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য-৪	অধিবেশন-৪: সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা

শিশুর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা হল এমন একটি দক্ষতা যা তাদের নতুন ধারণা তৈরি করতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং উদ্ভাবনী হতে সহায়তা করে। এটি শিশুদের নতুন ধারণা তৈরিতে, সমস্যা সমাধানে, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টিতে, দক্ষতা এবং জ্ঞান প্রয়োগে উৎসাহিত করে।

শিক্ষাবিদ রোনাল্ড বেগেটো সৃজনশীলতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "কোন একটি নতুন ধারণা আত্মস্থ করতে পারার দক্ষতা বা কোন সমস্যার একটি প্রায়োগিক সমাধান বের করতে পারার দক্ষতাকেই সৃজনশীলতা বলে"।

বেগেটো সৃজনশীলতা সংশ্লিষ্ট চারটি দক্ষতার কথা বলেছেন তা হল:

সৃজনশীলতা সংশ্লিষ্ট দক্ষতা	সৃজনশীলতার সাথে সম্পর্কিত আচরণ
নতুন কোনো ধারণা নিয়ে চিন্তা করতে পারা।	কোনো একটি পাঠ সমাপ্ত করতে যেসব নতুন নতুন ধারণা আসছে সেগুলো আত্মস্থ করতে পারা।
নতুন কোনো ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারা।	কিছু মৌলিক শিখন সংশ্লিষ্ট দক্ষতা যেমন- ভাষাগত দক্ষতা, নমনীয়তা, কোনো বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারার দক্ষতা।
নতুন কোনো ধারণা সাহস নিয়ে সবার সাথে উপস্থাপন করতে পারা।	কোনো জটিল ধারণা বা পাঠ সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া।
আত্ম-সচেতনতা	পাঠের অস্পষ্টতাকে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের মাধ্যমে ছোট ছোট সহজবোধ্য ধারণায় ভেঙ্গে তা স্পষ্ট করে বোঝা।

একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনশীলতার সব দক্ষতাই যে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকবে এমনটি নয়। সৃজনশীলতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুপ্তভাবেও থাকতে পারে। শিক্ষকের কাজ হল সৃজনশীলতা সংশ্লিষ্ট দক্ষতাসমূহকে চিহ্নিত করে তা বিকাশে সহায়তা করা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এর সংজ্ঞানুসারে, গতানুগতিক চিন্তা-ভাবনার বাইরে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে নতুন ধারণা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের দক্ষতাই সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় গতানুগতিক চিন্তা ধারার পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে; এর মাধ্যমে

যেমন নতুন কৌশল ও উপায় বেরিয়ে আসে। অন্যদিকে তেমন নতুন পথের এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন দক্ষতাই ব্যক্তি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

সৃজনশীল চিন্তাভাবনার কিছু নির্দিষ্ট উদাহরণ হল:

- একজন লেখক একটি নতুন গল্পের ধারণা তৈরি করে।
- একজন প্রকৌশলী একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।
- একজন ব্যবসায়ী একটি নতুন ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করে।
- একজন শিল্পী একটি নতুন শিল্পকর্ম তৈরি করে।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়

শিশুর সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নোক্ত উপায়ে শিশুর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে-

১. সৃজনশীলতার জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করুন। শিশুদেরকে সৃজনশীল হতে উৎসাহিত করুন এবং তাদের কাজের জন্য ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান।
২. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা: সৃজনশীল চিন্তাভাবনা শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ হল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। শিক্ষার্থীকে সবসময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তার মাঝে নতুন ধারণা তৈরি হবে। তার সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
৩. শিশুদের তাদের চিন্তাভাবনা এবং প্রশ্নগুলি ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করুন। তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং তাদের ধারণাগুলি অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করুন।
৪. শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কার্যকলাপের সাথে জড়িত করুন। তাদেরকে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং সমাধান তৈরি করার সুযোগ দিন।
৫. গল্প বলা: শিশুদের তাদের নিজস্ব গল্প তৈরি করতে উৎসাহিত করুন। তাদেরকে একটি বিষয়ে বা চরিত্র দিয়ে শুরু করতে দিন এবং তারপরে তাদের নিজস্ব গল্প তৈরি করতে দিন। তাদের গল্পের জন্য চিত্র বা স্কেচ তৈরি করতে উৎসাহিত করতে পারেন।
৬. শিল্প এবং কারুশিল্প: শিশুদের বিভিন্ন ধরনের শিল্প এবং কারুশিল্পের সাথে জড়িত করুন। তাদেরকে বিভিন্ন উপকরণ এবং প্রযুক্তি (সম্ভব হলে) ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব সৃজনশীল কাজ তৈরি করতে দিন।
৭. প্রকল্প-ভিত্তিক শিখন: শিশুদের তাদের নিজস্ব প্রকল্প তৈরি করতে উৎসাহিত করুন। তাদেরকে একটি সমস্যা বা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে দিন এবং তারপরে তাদের নিজস্ব সমাধান বা উত্তর তৈরি করতে দিন।
৮. সৃজনশীল গেম এবং খেলা: শিশুদের বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল গেম এবং খেলা খেলতে দিন। এই গেমগুলি তাদের নতুন ধারণা তৈরি করতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং উদ্ভাবনী হতে উৎসাহিত করবে।
৯. সমস্যা সমাধানের দক্ষতা: সৃজনশীল চিন্তাভাবনা সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা তৈরি করে দেন। সৃজনশীল চিন্তাভাবনা নতুন ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে যা সমস্যার সমাধান করতে পারে। নতুন উদ্ভাবনী ধারণা তৈরি হয়।

১০. সৃজনশীল চিন্তাভাবনার জন্য সময় এবং প্রচেষ্টা দেওয়া: সৃজনশীল চিন্তাভাবনা একটি দক্ষতা যা বিকাশের জন্য সময় এবং প্রচেষ্টা লাগে। ধৈর্য ধরে এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনার জন্য সময় দিলে শিক্ষার্থীর এই দক্ষতাটির বিকাশ ঘটবে।

অধিবেশন: ৫	স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management Skills)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিক্ষার্থীর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: স্ব-অনুচিন্তন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, প্রদর্শনী, উপস্থাপন।

উপকরণ: কর্মপত্র, পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইন পেন, মাল্টি-মিডিয়া, পিপিটি।

অংশ-ক	স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ধারণা ও গুরুত্ব	সময়: ৪০ মিনিট

১। প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানান। আজকের অধিবেশনের আলোচ্যসূচী জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে একটি করে কর্মপত্র (স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মাত্রা যাচাই ছক) **সহায়ক তথ্য অংশ-ক** থেকে সরবরাহ করুন।

৩। কর্মপত্রটি পূরণের মাধ্যমে নিজেদের স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মাত্রা যাচাই করতে বলুন। কাজটি সম্পন্ন করতে ১০ মিনিট সময় দিন।

৪। এবার তাদের নিকট জানতে চান, স্ব-ব্যবস্থাপনা বলতে তারা কী বুঝে। কয়েকজনের নিকট থেকে উত্তর শুনুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে প্রয়োজনীয় আলোচনা করুন।

৫। এরপর বলুন, স্ব-ব্যবস্থাপনায় দক্ষ একজন ব্যক্তির মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্যের সমাহার থাকতে পারে? প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তর শুনুন এবং বোর্ডে লিখুন। প্রয়োজনীয় আলোচনা করে পরবর্তী প্রশ্নটি করুন।

৬। স্ব-ব্যবস্থাপনায় দক্ষ একজন ব্যক্তির মধ্যে কী কী দক্ষতা থাকতে পারে? প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তর শুনুন এবং বোর্ডে লিখুন। প্রয়োজনীয় আলোচনা করে পরবর্তী প্রশ্নটি করুন।

৭। এবার প্রশ্ন করুন, শিক্ষার্থীদের স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি কেন গুরুত্বপূর্ণ? প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

অংশ-খ	শিক্ষার্থীর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণ	সময়: ৪০ মিনিট

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে বিভক্ত করুন। দলে আলোচনা করে শিক্ষার্থীর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে বলুন। পোস্টার পেপারে লিখে দলগত কাজ যেকোন একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। বাকীদেরকে মিলিয়ে নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে বলুন।

২। তথ্যপত্রে উল্লেখিত কৌশলগুলো একটি একটি করে আলোচনা করুন। সকলকে মতামত দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।

অংশ-গ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ১০ মিনিট

নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন।

- স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
- শিক্ষার্থীর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির কয়েকটি কৌশল বলুন।

আজকের অধিবেশনের একটি সারসংক্ষেপ করুন।

অধিবেশনটি পরিচালনায় সকলের সহযোগীতা ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্যপত্র-৫	অধিবেশন-৫: স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management Skills)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ধারণা ও গুরুত্ব

কর্মপত্র (স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মাত্রা যাচাই ছক)

(১-কখনোই না, ২-মাঝে মাঝে, ৩-প্রায়, ৪-সাধারণত, ৫-সবসময়)

ক্রম	বিবৃতি	১	২	৩	৪	৫
পারদর্শিতা ব্যবস্থাপনা						
১	আমি আমার প্রাত্যহিক কাজের তালিকা তৈরি করি					
২	আমি আমার কাজ সময়মত শেষ করার চেষ্টা করি					
৩	সময়ের কাজ সময়ে করতে আমি রুটিন তৈরি করি					
৪	আমি সবসময় আমার কাজ সময়মত শেষ করি					
৫	লক্ষ্য অর্জনে আমি সকলের থেকে সবধরনের সহযোগিতা নিয়ে থাকি					
৬	সময়কে আরো কীভাবে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় এ নিয়ে আমি প্রায়ই চিন্তা করি					
৭	ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নয়নে আমি বিশেষ নজর দেই					
৮	আমি আমার জন্য দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ করি					
৯	আমি সবসময় সময় মেনে চলি					
১০	কোনো লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে আমি নিজেকে পুরস্কৃত করি					
১১	আমি কাজের পরিবেশে বিশৃঙ্খলা পছন্দ করি না					

সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা						
১২	আমি প্রায় সবার সাথেই মিশি					
১৩	যোগাযোগের সময় আমি মানুষজনকে বুঝতে পারি					
১৪	বন্ধুরা বিপদে পড়লে আমার সহযোগিতা নেয়					
১৫	আমি আমার মনের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি					
১৬	অন্যের সবলতা আমি সহজেই চিহ্নিত করতে পারি					
১৭	বন্ধুদের জীবনমান উন্নয়নে আমি সবসময় গঠনমূলক পরামর্শ দেই					
১৮	কারো উপর রাগ হলেও আমি আমার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি					
১৯	বিপদে পড়লেও আমি ইতিবাচক চিন্তা করি					
২০	হতাশ হলে আমি নিজেকে আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করি					
২১	অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি সমস্যা মোকাবেলা করতে পারি					

স্ব-ব্যবস্থাপনা

স্ব-ব্যবস্থাপনা বলতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একজনের আবেগ, চিন্তাভাবনা এবং আচরণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতাকে বোঝায়। স্ব-ব্যবস্থাপনাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা আত্ম-পরিচালন দক্ষতা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। স্ব-ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ, সহজেই পরিতৃপ্ত না হওয়া, নিজেকে অনুপ্রাণিত করা, এবং ব্যক্তিগত ও একাডেমিক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা। স্ব-ব্যবস্থাপনায় দক্ষ শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে আসে, পাঠে মনোযোগী থাকে, শিক্ষকের নির্দেশনাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করে, সহপাঠীরা কথা বলার সময় বাঁধা দেয় না, এবং একক কাজ গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করে। শিশুর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা তার ভবিষ্যতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়। যেমন সে কতটা সফলতার সাথে পড়ালেখা সমাপ্ত করবে, শারীরিক স্বাস্থ্য কেমন থাকবে, কতটা উৎপাদনশীল হবে, সবকিছুতেই পরনির্ভরশীল থাকবে কি না, অপরাধমূলক কাজে জড়াবে কি না ইত্যাদি।

স্ব-ব্যবস্থাপনাকে নিজের কাজ এবং সময় পরিচালনা করার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। শিশু নিজেকে সংগঠনের দক্ষতা, নিজেকে নির্দেশনা প্রদান, নিজেকে অনুপ্রাণিত করা এবং নিজেকে নিরীক্ষণের দক্ষতাও এর অন্তর্ভুক্ত। তবে শুধুমাত্র একজন শিশু হিসাবে কার্য সম্পাদনের সক্ষমতা নয়, অপরকে কার্যকরভাবে সহযোগিতা করার ক্ষমতাও এর আওতাভুক্ত।

স্ব-ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন স্ব-সচেতনতা, স্ব-প্রেরণা, স্ব-যত্ন এবং স্ব-নেতৃত্ব। যে শিশু এই দক্ষতাগুলিতে ভাল, তারা তাদের জীবনের দায়িত্ব নিতে এবং কার্যকরভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম।

স্ব-ব্যবস্থাপনায় দক্ষ শিশু বুঝতে পারবে কোন কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কাজ সম্পাদনে শিশু নিজের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি শনাক্ত করতে পারেন।

স্ব-ব্যবস্থাপনাকে একজনের জীবনে ছোট পরিবর্তন আনয়নের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা যেতে পারে যা সময়ের সাথে সাথে বড় পরিবর্তন ঘটায়। এটি এমন এক দক্ষতা যা মানুষকে তাদের কর্মজীবনে সফল হতে সহযোগিতা করে।

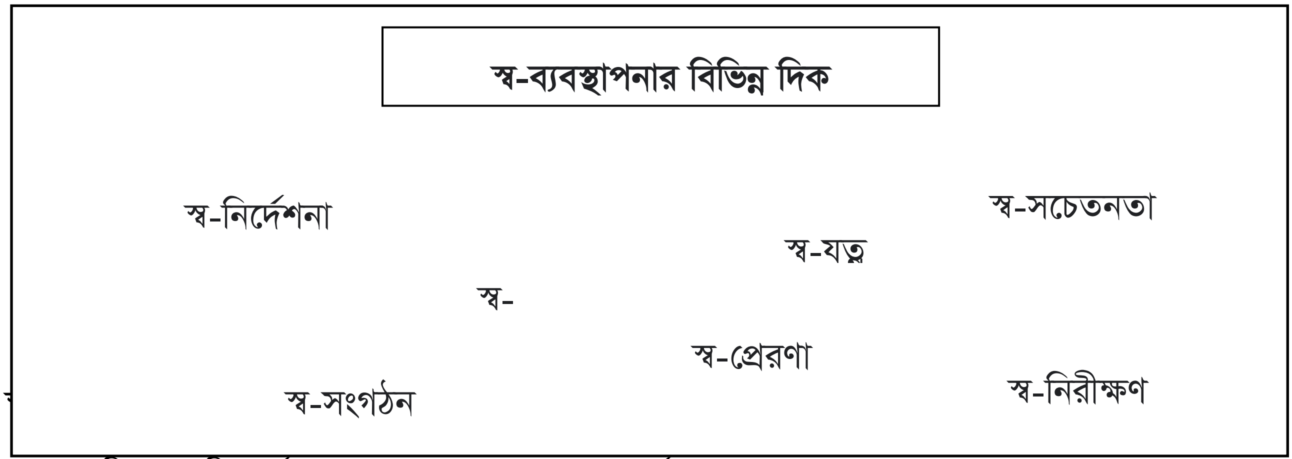

- নিজের শক্তি, দুর্বলতা, লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা।
- নিজের আবেগ, আচরণ এবং চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।
- স্ব-নিয়ন্ত্রণ থাকা। চাপের মধ্যেও শান্ত এবং দৃঢ় থাকা।
- অর্জন উপযোগী লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ।
- পরিকল্পনা থাকা।
- সময়কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা।
- দক্ষতা এবং ক্ষমতা উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।
- অভিজ্ঞতা থেকে শেখা এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য কাজ করা।
- প্রতিটি কাজ সম্পাদনের পর তার প্রতিফলন থাকা।

একজন শিক্ষকের দায়িত্ব শিশুকে স্ব-ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন নিশ্চিত করা।

স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা **অনেকগুলো দক্ষতার সমন্বিত রূপ।**	**যোগাযোগ দক্ষতা**
	সমস্যা সমাধান দক্ষতা
	স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা
	সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা
	সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা
	আবেগ নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা

শিক্ষার্থীর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব

The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) দ্বারা চিহ্নিত পাঁচটি সামাজিক-সংবেদনশীল শিক্ষার (Social Emotional Learning) দক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হল স্ব-ব্যবস্থাপনা। এই দক্ষতা তাদের নিজস্ব শিখনে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার এবং স্বাধীনতা অর্জন করার ক্ষমতা দেয়। সেই সাথে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমায়। এটি এমন একটি দক্ষতা যা শিক্ষার্থীদের সারাজীবন সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা তার বিদ্যালয় ও ব্যক্তিজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যেমন-

- ✓ ঝরে পড়ার সম্ভাবনা কমায়।
- ✓ একাডেমিক ফলাফলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- ✓ জীবনমানের উন্নয়ন ঘটায়।
- ✓ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।
- ✓ উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।
- ✓ অল্প সময়ে কাজ সম্পন্ন করার দক্ষতা বাড়ায়।
- ✓ অপরের উপর নির্ভরশীলতা কমায়।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	**শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে নিয়মনীতি ও করণীয় নির্ধারণ**

শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়ে শ্রেণিকক্ষের নিয়মনীতি, পাঠের করণীয় ইত্যাদি নির্ধারণ করা তাদের স্ব-ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির একটি কৌশল হতে পারে। পূর্বের নির্ধারণ করা নিয়মনীতির সাথে শিক্ষার্থীরা সত্যিকারের সংযুক্তি খুঁজে নাও পেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যখন আদর্শ/নিয়মনীতি তৈরি করে অথবা এসব তৈরিতে তাদের মতামত নেয়া হয়, তখন তাদের সেগুলি অনুসরণ করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। উপরন্তু, শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের মধ্যে নিয়ম ও চুক্তি তৈরির মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কাজের তালিকা তৈরি

শিক্ষার্থীদের চিন্তা, পরিকল্পনা, এবং সামগ্রিক কাজ সংগঠিত করার জন্য কাজের তালিকা তৈরি একটি কার্যকর কৌশল। এর ফলে তাদের স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরা দলে কাজ করলে দলের সদস্যদের কাজ নির্দিষ্ট করে কাজের তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। তবে এই তালিকা শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় তৈরি করলে তা আরো কার্যকর হবে।

চেকলিস্ট ও রুব্রিক্স তৈরি

রুব্রিক্স এবং চেকলিস্ট তৈরি স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির একটি ভালো কৌশল। এগুলো আরও কার্যকর হয় যখন সেগুলি শিক্ষার্থীদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে এসবের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। শিক্ষার্থীদের নিজেদের এবং তাদের সমবয়সীদের কাজ মূল্যায়ন করতে এসব ব্যবহার করা হয়।

সময় ব্যবস্থাপনা লগ তৈরি

সময় ব্যবস্থাপনা লগ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নথিভুক্ত করে যে তারা নির্দিষ্ট কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা অন্যান্য কাজে কতক্ষণ ব্যয় করবে। লগ তাদের সময়কে আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করে।

নমনীয় আসন এবং স্থান

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজ করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থাকে। কিছু ছাত্র একা একা এককোণে নীরবে কাজ করতে পছন্দ করে, আবার অন্যরা দলীয়ভাবে টেবিলে বসে কাজ করতে পছন্দ করে। কে কোনো টেবিলে/অবস্থানে শিখবে এই স্বাধীনতা দেয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্ব-পরিচালন শেখানো যেতে পারে। শিক্ষক হিসাবে আপনি কাজ এবং শেখার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করার মাধ্যমে তাদের স্ব-পরিচালন প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

লক্ষ্য নির্ধারণ

লক্ষ্য নির্ধারণ শিক্ষার্থীদের স্ব-ব্যবস্থাপনা বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এটি আরো কার্যকর হয় যখন শিক্ষার্থী নিজেই নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করা।

স্ব- অনুচিন্তন

উপরের বর্ণিত কৌশলগুলো অকার্যকর হতে পারে যদি না শিক্ষার্থীরা সেগুলির প্রয়োগ এর ব্যাপারে স্ব-অনুচিন্তন করতে না পারে। আমরা যেমন কোন বিষয়বস্তু শেখার সময় স্ব-অনুচিন্তন করি, তেমনি আমাদের শেখার প্রক্রিয়া নিয়েও অনুচিন্তন দরকার। সেই সাথে স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিরও স্ব- অনুচিন্তন দরকার।

অধিবেশন: ৬	সামাজিক দক্ষতা (Social Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. সামাজিক দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন;
ঘ. পাঠ্যপুস্তক থেকে সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়বস্তুসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা
পদ্ধতি ও কৌশল: মাইন্ড ম্যাপিং, শ্রেণিকরণ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।
উপকরণ: মাল্টিমিডিয়া, ওয়ার্কশীট/তথ্যপত্র, ভিডিও, পোস্টার পেপার, ভিপ কার্ড, পাঠ্যপুস্তক, পিপিটি।

অংশ-ক	সামাজিক দক্ষতা	সময়: ২০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. সামাজিক দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করুন।
৩. আজকের অধিবেশনের আলোচ্যসূচি ঘোষণা করুন।
৪. এরপর 'সামাজিক দক্ষতা' এই শব্দাংশটি বোর্ডে লিখুন এবং বলুন 'সামাজিক দক্ষতা' বলতে আমরা কী বুঝি? এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য ১/২ মিনিট সময় দিন। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের ধারণা ভিপ কার্ডে লিখতে বলুন এবং পুশপিন বোর্ডে আটকিয়ে দিন।
৫. **সহায়ক তথ্য অংশ-ক** এর আলোকে পিপিটির সহায়তায় প্রয়োজনীয় আলোচনা করে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।
৬. উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তায় সামাজিক দক্ষতাসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন। প্রয়োজনে **সহায়ক তথ্য অংশ-ক** এর সহায়তা নিন।

অংশ-খ	সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ	সময়: ৩০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের নিচের ঘটনাটি পড়তে বলুন।

সাইমুম অন্যদের নিয়ে মজা করতে পছন্দ করত। সে কখনো ভেবে দেখতো না যে তার এসব কথা এবং কাজের জন্য অন্যরা কেমন কষ্ট পেত। একদিন সে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে গেল। সে দেখলো যে, তাঁর বয়সি অনেক ছেলে দলবেঁধে একসাথে খেলা করছে। সে মনে মনে ভাবল যেহেতু সে ভালো খেলতে পারে না, তাই তারা তাকে খেলতে নিবে না। এই ভেবে সে একা বসে রইল। হটাৎ সে দেখলো তার মতো আরেকটি শিশু মাঠে একা বসে আছে।

সাইমুম হটাৎ ভাবল সে গিয়ে তার সাথে কথা বলবে। তাকে সে জিজ্ঞেস করল, তুমি একা বসে আছো কেন? ওই শিশুটি বললো, সে এই পার্কে নতুন এবং কাউকে সে চিনে না। তাই সে একা বসে আছে। সাইমুম এবার তাকে বললো, তাতে কি হয়েছে। চল আমরা দুইজন একসাথে খেলি। শিশুটি বেশ খুশি হলো। সেই বিকেলে তারা দুইজন একসাথে অনেক মজা করেছে। তারা পরস্পরের বন্ধু হলো।

সাইমুম নিজে নিজে খুব আনন্দ অনুভব করল। সে বুঝলো যে, সে এখন থেকে আর কাউকে নিয়ে মজা করবে না।

২. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন এই ঘটনাটিতে শিশুটির কোন ধরনের সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উত্তরঃ সহমর্মিতা।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করে সামাজিক দক্ষতার পাঁচটি ক্ষেত্রের নামে নামকরণ (যোগাযোগ দক্ষতা, সহানুভূতিমূলক দক্ষতা, মূল্যবোধ অনুশীলনমূলক দক্ষতা, শিষ্টাচার অনুশীলনমূলক দক্ষতা, দায়িত্বশীল আচরণের দক্ষতা) করুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বে প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে দলগুলোকে তাদের নিজ নিজ দলের নামের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক দক্ষতাসমূহ পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন। এ জাতীয় আরও সামাজিক দক্ষতাসমূহের নাম নিজ নিজ দলের তালিকায় সংযুক্ত করতে বলুন। প্রয়োজনে দলগত কাজে তাদের সহায়তা করুন।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের দলগত কাজ শেষে উপস্থাপন করতে বলুন এবং **সহায়ক তথ্য অংশ-খ** এর আলোকে প্রয়োজনীয় আলোচনা করুন।

অংশ-গ	সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ	সময়ঃ ১০ মিনিট

১. এবার প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষকের একটি করে করণীয় নির্ধারণ করতে বলুন। প্রয়োজনে একটি উদাহরণ দিয়ে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন। উদাহরণঃ শিশুকে সম্ভাষণ, অভিবাদন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কুশল বিনিময় করতে শিখানো।

২. কয়েকজনের নিকট থেকে শুনুন। জিজ্ঞেস করুন কারো কোনো ব্যতিক্রম আছে কিনা, থাকলে তাও শুনুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে পিপিটিতে প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা করুন।

অংশ-ঘ	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু থেকে সামাজিক দক্ষতা চিহ্নিতকরণ	সময়ঃ ২৫ মিনিট

১. এবার শিক্ষার্থীদের পূর্বের দল ঠিক রেখে তাদেরকে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন।

২. তাদেরকে বলুন আমরা এতোক্ষণ যা শিখলাম তার আলোকে পাঠ্যবই থেকে সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক এমন বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবো।

৩. তাদের বলুন আপনাদের সরবরাহ করা বই থেকে সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক এমন বিষয়বস্তুসমূহ খুজে বের করুন।

৪. এই কাজের জন্য ৮মিনিট সময় দিন।

৫. দলগত কাজ শেষ হলে তাদেরকে উপস্থাপন করতে বলুন। কারো ভিন্ন মত থাকলে প্রয়োজনীয় আলোচনা করুন।

৬. আলোচনা শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অংশ-ঘ এর কাজ সমাপ্ত করুন।

অংশ- ৬	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ৫ মিনিট

অধিবেশন থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করুন।

- সামাজিক দক্ষতা কী?
- সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ কি কি?
- সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় কী?

আজকের অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।

অধিবেশনটি পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য–৬	অধিবেশন-৬: সামাজিক দক্ষতা (Social Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক। সামাজিক দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ। সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ। শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন;
ঘ। পাঠ্যপুস্তক থেকে সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়বস্তুসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	সামাজিক দক্ষতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১২' এ সামাজিক বিকাশের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'সামাজিক বিকাশ বলতে মূলত শিশুর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কলাকৌশলকে বোঝানো হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলঃ যোগাযোগ নৈপুন্য, ভাব বিনিময়, বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং অন্যদের সাথে সম্পর্ক নির্মাণ।'

পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য মৌখিক, লিখিত, অ-বাচনিক (ইশারা, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি) এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতাই সামাজিক দক্ষতা। সামাজিক দক্ষতা শিশু বিকাশের মৌলিক দক্ষতা। জীবনের প্রথম বছরগুলিতে শিশুদের সামাজিকীকরণ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ শুরু হয়। শৈশবকালে এই সামাজিক দক্ষতার বিকাশ একটি শিশুর পরবর্তী বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। যে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই এই দক্ষতা অর্জন করে, তাদের সাথে অন্যদের বোঝাপড়া ভাল হয়। তাদের অন্যদের সাথে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সম্পর্ক তৈরি, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং একটি সুস্থ সামাজিক জীবন বজায় রাখার জন্য সামাজিক দক্ষতা অপরিহার্য। সামাজিক দক্ষতা এমন আচরণ যা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

সামাজিক দক্ষতাসমূহ

মৌখিক যোগাযোগ, অ-মৌখিক (অবাচনিক) যোগাযোগ, সহানুভূতি, নেতৃত্ব, সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা, সহানুভূতি, সমানুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, দানশীলতা, সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ভদ্রতা, শ্রদ্ধাবোধ, আত্মবিশ্বাস, সৎসাহস, সমতা, সাম্যতা, মিতব্যয়িতা, ধৈর্যধারণ, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন প্রভৃতি।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ

শিশুদের সামাজিক দক্ষতা (Social Skills) তাদের চারপাশের মানুষদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার, যোগাযোগ করার এবং ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শনের ক্ষমতা। এটি শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং ভবিষ্যতের সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। নিচে শিশুদের সামাজিক দক্ষতার কয়েকটি মূল ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

- **যোগাযোগ:** মৌখিক, লিখিত ও অবাচনিক যোগাযোগ দক্ষতাসমূহ।

- **সহানুভূতি ও সমানুভূতি (Sympathy and Empathy):** সহমর্মিতা, সহযোগিতা, দানশীলতা, অন্যের অনুভূতি ও চাহিদা বুঝতে শেখা, প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব প্রভৃতি।
- **মূল্যবোধ অনুশীলনমূলক:** সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি।
- **শিষ্টাচার অনুশীলনমূলক:** সম্ভাষণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ভদ্রতা, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি।
- **দায়িত্বশীল আচরণের:** আত্মবিশ্বাস, সৎসাহস, সমতা, সাম্যতা, মিতব্যয়িতা, ধৈর্য্যধারণ, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন প্রভৃতি।
- **সমস্যা সমাধান:** খেলায় ঝগড়া হলে সমাধানের চেষ্টা করা, ছোটখাট দ্বন্দ্ব বা সমস্যা সমাধানে নিজে থেকে উদ্যোগ নেওয়া।
- **নিজেকে নিয়ন্ত্রণ:** রাগ, ভয় বা উত্তেজনা নিয়িন্ত্রণ করা, হারলেও মেনে নেয়া এবং পরের বার ভালো করার চেষ্টা করা।
- **বন্ধুত্ব তৈরি করা:** নতুন কারো সাথে মিশতে এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোলার সক্ষমতা, খেলার মাঠে নতুন কাউকে আমন্ত্রণ জানানো।
- **সহযোগিতা:** দলগত কাজ করা এবং একসঙ্গে মজা করা।

সহায়ক তথ্য অংশ – গ	সামাজিক দক্ষতাবৃদ্ধিতে শিক্ষক হিসেবে করণীয়

সামাজিক দক্ষতা স্থির নয়, সময়ের সাথে সাথে উন্নত ও পরিমার্জিত হতে পারে। এই দক্ষতাগুলি সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সংস্কৃতির পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত। অনুশীলন ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক দক্ষতার উন্নতি হয়। জন্ম থেকেই বিকশিত হতে শুরু হয় এবং সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী হয়। এই দক্ষতাগুলি শিশুদের সাথে অন্যান্যদের দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল। সামাজিক দক্ষতা বিকাশে ছোটবেলা থেকেই পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান্যদের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে সামাজিক দক্ষতাবৃদ্ধিতে করণীয়:

- শিশুকে সম্ভাষণ, অভিবাদন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কুশল বিনিময় করতে শিখানো;
- শিক্ষার্থীকে সামাজিক দক্ষতামূলক ইতিবাচক কাজকর্মের দৃষ্টান্ত দেখানোর মাধ্যমে শিখানো;
- শিক্ষার্থীকে সামাজিক ইতিবাচক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া;
- শিক্ষার্থীকে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়া;
- শিক্ষার্থীকে নতুন লোকেদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দেয়া;
- বিদ্যালয়ের সকল ধরনের অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- শিক্ষার্থীকে সহানুভূতিশীল হওয়া শিখতে সাহায্য করা। অন্যদের অনুভূতি বুঝতে এবং তাদের সাথে সহানুভূতিশীল হতে সাহায্য করা;
- শিক্ষার্থীকে অন্যদের অনুভূতি সম্পর্কে কথা বলতে উৎসাহিত করা;
- শিক্ষার্থীকে অন্যদের সাহায্য করার সুযোগ করে দেয়া;
- শিক্ষার্থীকে অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া;
- শিক্ষার্থীকে দলগত কাজের দক্ষতা শিখতে সাহায্য করা। দলগত কাজের দক্ষতা শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করে। তাই, শিক্ষার্থীকে দলগত প্রকল্পগুলিতে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা;

- দলগত লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সহযোগিতা করার গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেয়া;
- দলগত কাজের সময় অন্যদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ এবং ধৈর্যশীল হওয়া জন্য তাকে উৎসাহিত করা;
- শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহ এবং সমর্থন প্রদান করা;
- শিক্ষার্থীর সাফল্যকে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাকে উৎসাহিত করা;
- নির্দেশিত খেলার পাশাপাশি শিশুকে মুক্তভাবে অন্যদের সাথে খেলা শিখানো;
- বন্ধুদের সঙ্গে খেলনা ভাগ করে একসঙ্গে খেলতে উৎসাহিত করা;
- গল্প করার পাশাপাশি অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার বিষয়ে উৎসাহিত করা;
- বড় দলের সঙ্গে কাজ ও সহযোগিতামূলক আচরণ করতে শেখানো;
- পরিবারের ছোট ছোট কাজে শিশুকে কাজ করতে উৎসাহ দেয়া এবং কে কি কাজ করেছে, তা শুনা;
- শিশু কিছু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে ধৈর্য্য ধরতে শেখানো;
- ভালো কাজে প্রশংসা করা এবং ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করা;
- অভিভাবকগণকে বলে দেয়া যেন বাড়িতে অতিথি আসলে তাদের সন্তানকে অতিথির কুশল বিনিময় করার সুযোগ তৈরি করে দেন;
- গল্প করার পাশাপাশি অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি, শিক্ষার্থীকে এ বিষয়টিও শেখান;
- অন্যকে সাহায্য করতে শেখান ও বড় দলের সঙ্গে কাজ বা খেলা করতে উৎসাহিত করা।

অধিবেশন-৭	শিশুর মূল্যবোধ (Children Values)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর মূল্যবোধসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর মূল্যবোধ বিকাশের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ব্রেইনস্টর্মিং, থিং-পেয়ার-শেয়ার।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইনপেন, তথ্যপত্র, পিপিটি।

অংশ- ক	মূল্যবোধের ধারণা	সময়: ৩০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

২. প্রশ্ন করুন, মূল্যবোধ কি? কয়েকজনের উত্তর শুনুন। প্রয়োজনে বলুন।

মূল্যবোধ হল এমন কিছু মৌলিক বিশ্বাস যা শিশুরা সমাজ বা পরিবার থেকে পেয়ে থাকে এবং যার সাহায্যে শিশুরা ভাল বা মন্দ এবং সমাজের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য আচরণগুলো রপ্ত করতে শেখে।

৩. এবার প্রশ্ন করুন। মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমূহ কি কি ? কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন এবং তাদের মতামতের সূত্র ধরে **সহায়ক তথ্য অংশ-ক** এর আলোকে মূল্যবোধ এবং মূল্যবোধের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৪. অংশগ্রহণকারীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। দলগুলোকে **সহায়ক তথ্য অংশ-ক** সরবরাহ করুন।

৫. একটি দলকে মূল্যবোধের ধারণা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য শনাক্ত করতে বলুন।

৬. অন্য চার দলকে চারটি মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একটি করে ধারণা নিয়ে এবং শিক্ষক হিসেবে সংশ্লিষ্ট ঐ ক্ষেত্র কীভাবে বিকশিত করা যায় তা আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। দলগত কাজ করতে ১০ মিনিট সময় দিন।

৭. সব দলের কাজ শেষ হলে প্রতিদল থেকে একজনকে উপস্থাপন করুন। উপস্থাপন শেষে সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করে ধারণাগত কোনো ঘাটতি/অস্পষ্টতা থাকলে তা পুনর্গঠন করুন।

অংশ- খ	শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ বিকাশের পদ্ধতি	সময়: ৫০ মিনিট

১. শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ সম্পর্কিত দক্ষতা কিভাবে বিকশিত করা যায় সে সম্পর্কে জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন। সকল জোড়া থেকে একজনকে তাদের আলোচনার সারাংশ পয়েন্ট আকারে বলতে বলুন। যেকোনো একজন প্রশিক্ষণার্থীর মাধ্যমে সকল জোড়া থেকে বলা পয়েন্টগুলো বোর্ডে লিখান।

২. এবার **সহায়ক তথ্য অংশ-খ** এর আলোকে মূল্যবোধ বিকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করুন। আলোচনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
৩. সবাইকে তিনটি দলে (মনীষীর জীবনী, রোল মডেল ও শিশুতোষ) ভাগ করুন।
৪. মনীষীর জীবনী দলকে মূল্যবোধ বিকাশের পদ্ধতি হিসেবে যেকোন একজন মনীষীর জীবনী বলার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। রোল মডেল দলকে যেকোন একটি রোল মডেল ঠিক করে প্রস্তুতি নিতে বলুন। আর শিশুতোষ দলকে যেকোন শিশুতোষ সাহিত্য যেমন ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে বলুন।
৫. এ কাজে প্রস্তুতি নিতে তাদের ১০ মিনিট সময় দিন। প্রস্তুতি নেয়া হলে নিজ নিজ কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
৬. প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে প্রশ্ন করুন এ মনীষীর জীবনী থেকে শিশুরা কি কি মূল্যবোধ অর্জন করতে পারে? সবার মতামত শেয়ার করতে বলুন।

অংশ- গ	**অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী**	**সময়ঃ ১০ মিনিট**

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন।

- মূল্যবোধ কী?
- মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য কী?

- ○ প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকজনকে মূল্যবোধ বিকাশের কয়েকটি ক্ষেত্র বলতে বলুন।
- ○ কয়েকজনকে মূল্যবোধ বিকাশের উপায়সমূহ বলতে বলুন।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরুন।

অধিবেশনটি পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য-৭	অধিবেশন-৭: শিশুর মূল্যবোধ (Children Values)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর মূল্যবোধসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর মূল্যবোধ বিকাশের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হল এমন কিছু মৌলিক বিশ্বাস যা শিশুরা সমাজ বা পরিবার থেকে পেয়ে থাকে এবং যার সাহায্যে শিশুরা ভাল বা মন্দ এবং সমাজের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য আচরণগুলো রপ্ত করতে শেখে। **মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য হল নৈতিকতা সার্বজনীন কিন্তু মূল্যবোধ সমাজ বা স্থানভেদে বিভিন্ন হতে পারে।** যেমন- সত্য কথা বলা বা ঘুষ বর্জন করা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত ভাল কাজ। তাই এগুলো নৈতিকতার পর্যায়ে পড়ে। আবার, আমাদের সমাজে ধুমপান/মদপান ঘৃণিত বিষয় হলেও কোনো কোনো সমাজে ধুমপান/মদপান সামাজিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাই এটি মূল্যবোধ।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মূল্যবোধের ক্ষেত্র

শিশুদের চরিত্র গঠনে মূল্যবোধ নৈতিকতার মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা কিভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে তা শিশুরা শিখতে পারে। উন্নত শিক্ষা, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মূল্যবোধ আরো সমৃদ্ধ হয় এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিস্তৃত হয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়া খুবই প্রয়োজনীয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মূল্যবোধ শেখানোর গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল-

চরিত্র গঠন

প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিশুদের যেসব মূল্যবোধ শেখানো হয় তা বহুদিন পর্যন্ত শিশুর স্মৃতিতে থেকে যায়। তাই এই সময়ে শেখানো মূল্যবোধ শিশুর মনে এবং চরিত্রগঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। এই সময়ে মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে শিশুরা সত্যবাদিতা, সম্মান প্রদর্শন, দানশীলতা, পরিশ্রম প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন করতে পারে। এর ফলে শিশুরা ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং কোন ঘটনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতে বিশ্লেষণ করতে শেখে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যবোধ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করলে সুনাগরিক এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠিত হয়।

ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়

শিশুরা অনেকটা কাদা-মাটির মত। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের যেসব মূল্যবোধ শেখানো হবে সেই মূল্যবোধ প্রয়োগ করেই শিশু ভাল এবং মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখবে। শিশুরা ভাল এবং মন্দের পার্থক্য সহজে বুঝতে পারে না। তারা তাদের চোখের সামনে যা হতে দেখে সাধারণত সেসব আচরণকেই তারা অনুকরণ করে থাকে। ফলে অনেক সময়েই তারা এমন আচরণ করতে পারে যা সমাজে গ্রহণযোগ্য না। এই বয়সে মূল্যবোধ শিক্ষা না দিলে সেসব আচরণ তাদের চরিত্রে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। তাই প্রাথমিক পর্যায় শিশুদের মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার সক্ষমতা অর্জনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। তবে এই শিক্ষা সামাজিক নিয়ম-নীতি শিশুদের উপর চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেয়া যাবে না। বরং আনন্দদায়ক শিখনের মাধ্যমে, পরিবার এবং বিদ্যালয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় শিশুকে মূল্যবোধ শিক্ষা দিতে হবে।

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা হল কখন কি ধরণের আবেগ কি মাত্রায় প্রকাশ করতে হবে তা অনুধাবন করতে পারার সক্ষমতা। শিশুদের মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে তাদের আবেগিক বুদ্ধিমত্তা বিকশিত হয়। শিশুরা ভাল-মন্দ নির্ণয় এবং উত্তম চরিত্র গঠনের মাধ্যমে বুঝতে পারে যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিভাবে ধৈর্য্য এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এতে শিশুদের মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে শিশুরা আত্মসচেতন হয় এবং সমাজে যেসব কাজ বা আচরণ গ্রহণযোগ্য তাই তারা করতে চায়। আবেগিক বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক পরিপক্কতা অর্জিত হয়, তারা আত্মবিশ্বাসী হয় এবং তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটে।

শুদ্ধাচার শেখা

মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে শুদ্ধাচারের ধারণা তৈরি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুরা বাইরের জগতকে চিনতে শুরু করে। সমাজ এবং সমাজের মানুষ সম্পর্কে তার মনে নানা রকম ধারণা তৈরি হয়। সহপাঠীদের মাধ্যমে বা পরিবারের বাইরে অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শে এসে শিশুরা নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। এসব সাহচর্য শিশুদের রুচি, সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা এবং জীবন-যাত্রাকে প্রভাবিত করে। শিশুদের মধ্যে মূল্যবোধ শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকলে তারা নানা সাহচর্যের প্রভাবেও মূল্যবোধের প্রয়োগের মাধ্যমে সে তার চরিত্রে শুদ্ধাচার বজায় রাখে। সে হঠাৎ কোনো বদভ্যাস গ্রহণ করে ফেলে না বরং যেখানে কোন অগ্রহণযোগ্য কাজের চর্চা হয় সেখান থেকে সে দূরে থাকতে চেষ্টা করে।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	মূল্যবোধ বিকাশের পদ্ধতি

মূল্যবোধ বিকাশের কতিপয় পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। রোল মডেল পদ্ধতি

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তারা যতটা না পাঠ করার মাধ্যমে শেখে তার থেকে অনেক বেশি তারা দেখার মাধ্যমে শেখে। তাই মূল্যবোধ শিক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষককে সেই মূল্যবোধ শ্রেণিকক্ষে চর্চা করতে হবে। যেমন- সবসময় সত্য কথা বলা, সবার প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি এবং সমানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। শিক্ষকের ইতিবাচক আচরণ শিক্ষার্থীরা উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

২। মনীষীদের গল্প বলা

যেসব মনীষী তাদের জীবনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা ও প্রচার করে গেছেন তাঁদের জীবন-কথা শিশুদের অনুপ্রাণিত করে। শিশুরা এ ধরণের গল্প থেকে কিভাবে সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং বন্ধুসুলভ হতে হয় তার কিছু বাস্তব উদাহরণ পেয়ে থাকে। এ ধরণের গল্প শিশুদের বহুদিন পর্যন্ত মনে থাকে এবং পরবর্তিতে এই শিশুরা ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে।

৩। শিশুতোষ সাহিত্য চর্চা

শ্রেণিকক্ষকে আনন্দময় করার লক্ষ্যে সাধারণত শিশুতোষ সাহিত্য চর্চা করা হয়। এসব ছড়া, গল্প ও কবিতার মাধ্যমে শিশুরা অনেক মূল্যবোধ শিখতে পারে। তাই শ্রেণিকক্ষে চর্চার ক্ষেত্রে সাধারণত সেসব সাহিত্য উপকরণকেই বেছে নেয়া উচিত যেন তা চর্চার মাধ্যমে আনন্দ লাভের পাশাপাশি শিশুরা নৈতিক শিক্ষাও অর্জন করে।

৪। প্রায়োগিক শিক্ষা

শিশুরা যেন মূল্যবোধ তাদের জীবনে প্রয়োগ করে সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিশুরা যা শিখছে তা একক কাজ ও দলীয় কাজ প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বা সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে প্রয়োগ করতে বলা হবে।

৫। ইতিবাচক আচরণকে মূল্যায়ন

যেসব শিশু ইতিবাচক আচরণ করবে তাদেরকে প্রশংসা করতে হবে বা তাদের জন্য পুরষ্কারের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে অন্যান্য শিশুরাও ইতিবাচক আচরণ করতে উৎসাহিত হবে। যেসব শিশু কোনো নেতিবাচক আচরণ করবে তাকেও কোনো শাস্তি বা তিরস্কার করা যাবে না। তাকে ভালবাসা প্রদর্শনপূর্বক বোঝাতে হবে কেন নেতিবাচক আচরণ করা তার উচিত হয়নি এবং তার আসলে কি ধরণের আচরণ করা উচিত।

৬। সহজবোধ্য ও কার্যকর যোগাযোগ পদ্ধতি

শিক্ষকগণ অবশ্যই শিশুদের সাথে সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলবেন। কঠিন শব্দ, অস্পষ্ট বাক্য এবং রূঢ় স্বরে কথা বলবেন না। আন্তরিক মনোভাব নিয়ে, শ্রুতিমধুর স্বরে এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে। কোন কিছু শেখানোর সময় শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে উদাহরণ দেয়া উচিত যা শিশুরা সহজেই বুঝতে পারে। শ্রেণিকক্ষের সবশিশু যেন শিক্ষকের কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পায় এবং শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারে সেদিকে শিক্ষক খেয়াল রাখবেন।

৭। গণমাধ্যমের উপযুক্ত ব্যবহার

বর্তমানে বেশিরভাগ শিশুই গণমাধ্যমে নানা ধরণের অনুষ্ঠান দেখছে। অনেকে ইন্টারনেটও ব্যবহার করছে। গণমাধ্যমে শিশুরা যেন এমন অনুষ্ঠান দেখে যেন তা একইসাথে শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যবহার করলে অবশ্যই যেন তা পিতা-মাতার নির্দেশনা অনুযায়ী হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

অধিবেশন:৮	বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. পাঠ্যপুস্তকে বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ শনাক্ত করতে পারবেন;

গ. শিশুদের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন।

উপকরণ: ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, তথ্যপত্র, কর্মপত্র ইত্যাদি।

অংশ- ক	বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতার ধারণা	সময়: ৪০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করুন।

২. অধিবেশন পরিচালনার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

৩. আজকের অধিবেশনের আলোচ্যসূচি ঘোষণা করুন।

৪. বিশ্ব নাগরিক বলতে কী বুঝি? প্রশ্নটি করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার সূত্র ধরে নিচের তথ্যটি ব্যাখ্যা করুন।

বিশ্ব নাগরিক হলো এমন এক দর্শন, যেখানে ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সীমানা পেরিয়ে এক পরিচয়ে বেড়ে উঠতে পারে। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিশ্ব নাগরিক হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব নাগরিক হওয়ার মধ্য দিয়ে একজন নাগরিক বিশ্বনেতৃত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করে।

৫. ওপরের প্রসঙ্গ এনে শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিকত্ব কেন প্রয়োজন? তা প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করুন। এ প্রসঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে তথ্য আহবান করুন।

সম্ভাব্য উত্তর: শিক্ষার্থীকে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে দক্ষ করে তোলা, যোগাযোগ নেটওয়ার্কে দক্ষ হওয়া, বৈষম্যহীন বিশ্ব তৈরিতে ভূমিকা পালন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে সক্ষমতা লাভ ইত্যাদি।

৬. তথ্যগুলো বোর্ডে লিখুন। আলোচনা করুন। তারপর নিচের তথ্যছকটি ব্যাখ্যা আহবান করুন।

"Global Citizenship Education aims to empower learners of all ages to assume active roles, both locally and globally, in building more peaceful, tolerant, inclusive, secure and sustainable societies."

৭. তথ্যপুস্তকে প্রদত্ত ভিডিওটি প্রদর্শন করুন এবং ব্যাখ্যা করতে বলুন।

ভিডিও লিঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
https://www.youtube.com/watch?v=uLeREqPKR08

৮. এবার বোর্ডে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার তিনটি মৌলিক ভাবধারার নাম লিখুন এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করুন ।

৯. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন, শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিক দক্ষতা কী?

১০. প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তর বোর্ডে লিখুন এবং যথাযথ উত্তর প্রদানে সহায়তা করুন।

১১. সম্ভাব্য উত্তর বলুন এবং **সহায়ক তথ্য অংশ-ক** এর আলোকে পিপিটির সহায়তায় আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

বিশ্ব নাগরিক দক্ষতার সম্ভাব্য উত্তরঃ শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিক দক্ষতা হল সেই দক্ষতাগুলি যা শিক্ষার্থীদের বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যাগুলি সম্পর্কে বোঝার এবং সম্মান করার ক্ষমতা দেয়। এই দক্ষতাগুলি শিক্ষার্থীদের একটি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই বিশ্ব গঠনে অবদান রাখতে সাহায্য করে।

অংশ- খ	পাঠ্যপুস্তকে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ	সময়: ২৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন।

২. দলে বিভিন্ন শ্রেণির প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করুন। নিচের তথ্যছকটি পূরণ করতে বলুন।

৩. দলীয় কাজে তাদের ৭ মিনিট সময় দিন।

প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি	বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা বিষয়ক বিষয়বস্তু

৪. দলীয় কাজটি শেষ হলে উপস্থাপন করতে বলুন।

৫. **সহায়ক তথ্য অংশ-খ** এর আলোকে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি পিপিটির মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।

অংশ- গ	বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের উপায়	সময়: ২০ মিনিট

১. এবার প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে শিক্ষার্থীদের বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা উন্নয়নে একটি করে করণীয় নির্ধারণ করতে বলুন। প্রয়োজনে একটি উদাহরণ দিয়ে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

২. কয়েকজনের নিকট থেকে শুনুন। জিজ্ঞেস করুন কারো কোনো ব্যতিক্রম আছে কিনা, থাকলে বলতে বলুন। **সহায়ক তথ্য অংশ-গ** এর আলোকে পিপিটিতে প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা করুন।

অংশ- ঘ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ৫ মিনিট

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করেন-

- বিশ্ব নাগরিক বলকে কী বুঝায়?
- বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা কীভাবে অর্জন করা যায়?
- বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি বিষয়বস্তুর নাম বলুন।

এ অধিবেশনটির সারসংক্ষেপ করুন। ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য-৮	অধিবেশন-৮: বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. পাঠ্যপুস্তকে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় সমূহ শনাক্ত করতে পারবেন;

গ. শিশুদের মধ্যে বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা

বিশ্ব নাগরিকত্ব হল এমন একটি ধারণা যা মানুষকে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করে সেখানে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার নিজ পরিসর, সমাজ, সংস্কৃতি তথা দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন যা বৈষম্যহীন বিশ্ব তৈরিতে এবং মানবিক মর্যাদা, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন প্রজন্ম দেশ তথা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে সকলের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল, একীভূত, সুরক্ষিত এবং টেকসই বিশ্ব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১)।

শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিক দক্ষতা হল সেই দক্ষতাগুলি যা শিক্ষার্থীদের বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যাগুলি সম্পর্কে বোঝার এবং সম্মান করার ক্ষমতা দেয়। এই দক্ষতাগুলি শিক্ষার্থীদের একটি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই বিশ্ব গঠনে অবদান রাখতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিক দক্ষতার কিছু উদাহরণ হল:

বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, এবং বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে জানতে হবে।

সমালোচনামূলক চিন্তা: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের তথ্য এবং ধারণাগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং মূল্যায়ন করতে সক্ষম হতে হবে।

সৃজনশীল চিন্তা: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের সমস্যাগুলির নতুন এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে।

যোগাযোগ: শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে হবে।

সহযোগিতা: শিক্ষার্থীরা অন্যান্য সংস্কৃতির মানুষের সাথে সহযোগিতা করতে সক্ষম হতে হবে।
নেতৃত্ব: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের পরিবর্তন আনতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতে হবে।

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা একটি ক্রমবিকাশমান আধুনিক ধারণা। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্বের ধারণাও ব্যাপক। বিশ্ব নাগরিক নিজ দেশে থেকে সচেতনভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক

মানবাধিকার সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা বিবেচনায় নিয়ে সঠিক সময়োপযোগী প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে সক্ষম হয়।

"Global Citizenship Education aims to empower learners of all ages to assume active roles, both locally and globally, in building more peaceful, tolerant, inclusive, secure and sustainable societies."

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল একটি রূপান্তরমূখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা, যা শিক্ষার্থীর জ্ঞান দক্ষতা ও আচরণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে; যার মাধ্যমে সে একটি ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী তৈরিতে অবদান রাখবে। এটি এমন একটি বহুমাত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় হতে ধারণা ও পদ্ধতি ব্যাবহার করে কাজ করে। যেমন: মানবাধিকার, শান্তি, টেকসই উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক শিক্ষা ইত্যাদি হতে উপকরণ সংগ্রহ করে। এখানে জীবনব্যাপী শিক্ষা অর্থাৎ শৈশব থেকে শুরু করে পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যক্রমের বাইরের জ্ঞানার্জন অনুসরণ করা হয়।

বিশ্ব নাগরিক

বিশ্বনাগরিক হলো এমন এক মানব দর্শন, যেখানে ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সীমানা পেরিয়ে এক পরিচয়ে বেড়ে উঠতে পারে। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিশ্ব নাগরিক হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব নাগরিক হওয়ার মধ্য দিয়ে একজন নাগরিক বিশ্বনেতৃত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করে।

ভিডিও লিঙ্ক: https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM

https://www.youtube.com/watch?v=uLeREqPKR08

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা মূলত তিনটি মৌলিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধিবৃত্তিক	সামাজিক-আবেগীয়	আচরণগত
জ্ঞান, বোঝাপড়া, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাশীলতা চর্চা করা হয় যার মাধ্যমে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহে আলোকপাত করা হয়।	মানবিকতা, মূল্যাবোধ, দায়িত্বশীলতা, একাত্মতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করা হয়।	কার্যকর ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কীভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি ও টেকসই উন্নয়নে কাজ করা যায় তার চর্চা করা হয়।

শিক্ষা কার্যক্ষেত্রসমূহ

বুদ্ধিবৃত্তিক	সামাজিক-আবেগীয়	আচরণগত
শিক্ষার মূখ্য প্রত্যাশিত ফলাফল		
শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্পর্কে এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলি ও এদের আন্ত:সম্পর্ক ও আন্তঃনির্ভরশীলতা বিষয়ে অবগত হবে।	শিক্ষার্থীরা সাধারণ মানবিক গুণাবলি অর্জন করবে, তারা দায়িত্বসমূহ ভাগ করে নিবে।	শিক্ষার্থীরা একটি শান্তিপূর্ণ ও টেকসই পৃথিবীর জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকরী ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে।

তারা বিশ্লেষণধর্মী পারদর্শিতা অর্জন করবে।	তারা পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি অর্জন করবে এবং বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।	তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রেষণা ও প্রেরণা লাভ করবে।
	শিক্ষার্থীর মৌলিক গুণাবলি	
তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাক্ষর	সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল	নৈতিকতাসম্পন্ন এবং নৈতিক জীবনে অভ্যস্ত
স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক ইস্যু, শাসন ব্যবস্থা ও কাঠামোসমূহ জানবে।	আত্মপরিচয়, সম্পর্ক ও একাত্মার চর্চা ও ব্যবস্থায় সক্ষম হবে।	যথাযথ দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করবে।
স্থানীয় ও বৈশ্বিক সম্পর্ক ও আন্ত:সম্পর্ক বুঝতে সক্ষম হবে।	মানবিক অধিকার-ভিত্তিক দায়িত্ব ও মূল্যবোধ বিনিময় করবে।	শান্তিপূর্ণ ও টেকসই বিশ্বের জন্য ব্যক্তিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব প্রদর্শন করবে।
তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ দক্ষতার উন্নয়ন হবে।	বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি প্রশংসা ও শ্রদ্ধশীল দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন হবে।	
	বিষয়াবলি	
১। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কাঠামো	৪। বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয়	৭। ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ
২। যেসব সমস্যা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয়কে প্রভাবিত করে	৫। বিভিন্ন দলের জনগণ কীভাবে একসাথে থাকে ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক	৮। নৈতিক দায়িত্বশীলতা
৩। অন্তর্নিহিত ধারণা ও ক্ষমতার প্রবাহ	৬। বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৯। সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থাকা

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	পাঠ্যপুস্তকে বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা বিষয়ক বিষয়বস্তু	প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি
মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
টেকসই উন্নয়ন	প্রাথমিক বিজ্ঞান
শান্তি বিনির্মান	ধর্ম, বাংলা, ইংরেজি
সহমর্মিতা	ধর্ম, বাংলা, ইংরেজি
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও বৈচিত্রকে সম্মান	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
সমস্যা সমাধান দক্ষতা	প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান
সুক্ষ্মচিন্তন দক্ষতা	প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান
সহনশীলতা	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
যোগাযোগ	বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
একীভূত	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

পরিবেশ সংরক্ষণ	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান
জলবায়ু পরিবর্তন	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান
বর্জ্য সীমিতকরণ	প্রাথমিক বিজ্ঞান

সহায়ক তথ্য অংশ - গ	বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের উপায়

বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের জন্য বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এই দক্ষতাগুলি বিকাশে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যকলাপ এবং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কার্যকলাপেও জড়িত হতে পারে।

শিক্ষার্থীর বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষকরা নিচে বর্ণিত কার্যকলাপ এবং পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করতে পারেন:

বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, এবং বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে জানতে হবে। শিক্ষকরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপকরণ ব্যবহার করে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করতে পারেন, যেমন বই, নিবন্ধ, ভিডিও, এবং ওয়েবসাইট-ভিত্তিক শিক্ষা।

সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশ: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের তথ্য এবং ধারণাগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং মূল্যায়ন করতে সক্ষম হতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সমাধানের কার্যকলাপ এবং প্রকল্পে জড়িত করতে পারেন।

সৃজনশীল চিন্তা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের সমস্যাগুলির নতুন এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল প্রকল্পে জড়িত করতে পারেন।

যোগাযোগ এবং সহযোগিতা দক্ষতা বিকাশ: শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে এবং সহযোগিতা করতে সক্ষম হতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ এবং সহযোগিতামূলক কার্যকলাপ এবং প্রকল্পে জড়িত করতে পারেন।

নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়ন: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের পরিবর্তন আনতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের নেতৃত্বের ভূমিকা এবং প্রকল্পে জড়িত করতে পারেন।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া: শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়া করে বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে শিখতে পারে। তারা বিভিন্ন ধরণের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে পারে বা বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্প্রদায়ের সাথে স্বেচ্ছাসেবক হতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানতে এবং শিখতে উৎসাহিত করা: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানতে এবং শিখতে বিভিন্ন ধরণের তথ্য উৎস ব্যবহার করতে পারে, যেমন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বই, এবং ওয়েবসাইট। তারা বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রকল্পেও জড়িত হতে পারে।

বিশ্বের পরিবর্তন আনতে কাজ করা: শিক্ষার্থীরা বিশ্বের পরিবর্তন আনতে বিভিন্ন উপায়ে কাজ করতে পারে, যেমন স্বেচ্ছাসেবকতা, রাজনৈতিক কার্যকলাপ বা সামাজিক উদ্যোগে জড়িত হওয়া।

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা একসাথে কাজ করে বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা বিকাশের জন্য একটি শক্তিশালী পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। এই দক্ষতাগুলি বিকাশের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা একটি ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই বিশ্ব গঠনে অবদান রাখতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা, জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ৭, প্যালেস দ্য ফন্টেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭ এসপি, ফ্রান্স কর্তৃক ২০১৫ সালে প্রকাশিত।

UNESCO (2014). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century.

বিশ্ব নাগরিকত্ব শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (নভেম্বর ২০২৪), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

অধিবেশন: ৯	জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skills)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. জীবিকায়ন দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. জাতীয় শিক্ষাক্রমে জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফল শনাক্ত করতে পারবেন;
ঘ. শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০মিনিট
পদ্ধতি ও কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, আলোচনা।
উপকরণ: ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, তথ্যপত্র, কর্মপত্র ইত্যাদি।

অংশ- ক	জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skills)	সময়: ২০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও অধিবেশন পরিচালনার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
২. জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skills) বলতে আপনি কী বোঝেন? প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর:
মানব জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখা এবং নিজেকে সফল করতে দরকার দক্ষতা। আর জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগানোই হলো দক্ষতা। কর্মজগতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং নিজেকে বিশ্বায়নের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে দক্ষতাসমুহ প্রয়োজন তাই জীবিকায়ন দক্ষতা।

৩. এবার জিজ্ঞেস করুন। জীবিকায়ন দক্ষতার উদ্দেশ্য কী? প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করুন। আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর: শিক্ষার্থীকে প্রোফেশনাল অভিজ্ঞতায় উন্নত করা, কর্মজীবনে সফলতার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি রাখা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে পেশাদার কর্মে সফল হতে সহায়তা করা, জাতীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে জীবিকায়ন দক্ষতার উদাহরণ আহবান করুন। সম্ভাব্য উত্তরগুলো স্লাইডে দেখান এবং কোন দক্ষতা বুঝতে অসুবিধা হলে তা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর: যোগাযোগ দক্ষতা, টিমওয়ার্ক দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, উদ্যোগ দক্ষতা, এন্টারপ্রাইজ দক্ষতা, পরিকল্পনা দক্ষতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, শেখার দক্ষতা, প্রযুক্তির দক্ষতা, স্ব-ব্যবস্থাপনার দক্ষতা

অংশ- খ	জীবিকায়ন দক্ষতার গুরুত্ব	সময়: ১৫ মিনিট

১. শিক্ষার্থীর জন্য জীবিকায়ন দক্ষতার গুরুত্ব বিষয়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে নিজ খাতায় ৪-৫ টি গুরুত্ব পয়েন্ট আকারে লিখতে বলুন। ২ মিনিট সময় দিন।
২. জীবিকায়ন দক্ষতার গুরুত শব্দ তিনটি বোর্ডে লিখে মাইন্ড ম্যাপিং করুন। একজন প্রশিক্ষণার্থীকে বোর্ডে লিখতে বলুন। সবার পয়েন্টগুলো এক এক করে পুনারাবৃত্তি বাদ দিয়ে লিখুন।
৩. পয়েন্টগুলো আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করুন। প্রয়োজনে **সহায়ক তথ্য অংশ- খ এর সহায়তা নিন।**

অংশ- গ	জাতীয় শিক্ষাক্রমে জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফল সনাক্তকরণ	সময়: ৩৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫ টি দলে ভাগ করুন।
২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর কপিসমূহ প্রত্যেক দলকে সরবরাহ করুন।
৩. শিক্ষাক্রম থেকে জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলো সনাক্তকরণ করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। সবাইকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করুন।
৪. দলীয় কাজ চলাকালে প্রয়োজনে স্কাফোল্ড করুন।
৫. দলীয় কাজে ৫মিনিট সময় দিন।
৬. কাজ শেষে নিজ নিজ দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

অংশ- ঘ	শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে শিক্ষকের করণীয়	সময়: ১৫ মিনিট

১. শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে শিক্ষকের করণীয়- মর্মে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণকে পূর্বের দলে আলোচনা করে পয়েন্ট আকারে খাতায় লিখতে বলুন। ৩ মিনিট সময় দিন।
২. আলোচনা শেষে যেকোন একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। বাকীদের মিলিয়ে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি থাকলে বলতে বলুন।
৩. **সহায়ক তথ্য অংশ- ঘ** এর আলোকে জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে শিক্ষকের করণীয় এর ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-ঙ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নিম্নের প্রশ্নগুলো করুন-

ক. জীবিকায়ন দক্ষতা কী?
খ. শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতার ২ **টি** গুরুত্ব **বলুন**।
গ. জাতীয় শিক্ষাক্রমে জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট ২ টি শিখনফলের নাম বলুন।
ঘ. শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে শিক্ষকের ২ টি করণীয় বলুন।

এ অধিবেশনটির সারসংক্ষেপ করুন। ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য-৯	অধিবেশন-৯: জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skills)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. জীবিকায়ন দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
ঙ. শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
চ. জাতীয় শিক্ষাক্রমে জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফল সনাক্ত করতে পারবেন;
ছ. শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability Skills):

মানব জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখা এবং নিজেকে সফল করতে দরকার দক্ষতা। আর জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সুনিপুনভাবে কাজে লাগানোই হলো দক্ষতা। **কর্মজগতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং নিজেকে বিশ্বায়নের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে দক্ষতাসমুহ প্রয়োজন তাই জীবিকায়ন দক্ষতা।**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে - "Life skills are abilities for adaptive and positive behaviors that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life" । জীবন দক্ষতা হচ্ছে **কিছু মনোসামাজিক দক্ষতা যা শিক্ষার্থীকে তার দৈনন্দিন জীবনের সম্ভাব্য সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেলা করার এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জন করে।**

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বর্তমান সময়ে মানব জীবন ও জীবিকার আমুল পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি। বিশ্ব উন্নয়নের এ সময় শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতের কর্মযজ্ঞ জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় ভালো ফলাফল জীবনের সফলতা নয়। দরকার শিক্ষার্থীকে জীবিকায়নে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রস্তুত রাখা। সৃজনশীল মানসিকতায় গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীকে Communication Skills (ICT, Language, Coding) এ তাকে অগ্রগামী করে তুলতে হবে।

জীবিকায়ন দক্ষতার উদ্দেশ্য:

১. শিক্ষার্থীকে প্রোফেশনাল অভিজ্ঞায় উন্নত করা
২. কর্মজীবনে সফলতার জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি রাখা
৩. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে পেশাদার কর্মে সফল হতে সহায়তা করা
৪. জাতীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা

জীবিকায়ন দক্ষতার উদাহরণ (Examples of employability skills)

আধুনিক প্রযুক্তির এমন এক জায়গায় আমরা অবতীর্ণ হয়েছি যেখানে সকল শ্রেণির জীবিকায়ন দক্ষতা আলোচনা শেষ করার সুযোগ নেই। তবে যে দক্ষতাগুলো অর্জন করা শিক্ষার্থীদের অত্যবশ্যকীয়। শিক্ষার্থীর দক্ষতাসমূহের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের সাথে সাথে নতুন কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। জীবিকায়ন দক্ষতার মধ্যে অন্যতম-

- যোগাযোগ দক্ষতা (Communication skills)
- টিমওয়ার্ক দক্ষতা (Teamwork skills)
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা (Problem-solving skills)

- উদ্যোগ দক্ষতা (Initiative skills)
- এন্টারপ্রাইজ দক্ষতা (Enterprise skills)
- পরিকল্পনা (Planning skills)
- সাংগঠনিক দক্ষতা (organizational skills)
- শেখার দক্ষতা (Learning skills)
- প্রযুক্তির দক্ষতা (Technology skills)
- স্ব-ব্যবস্থাপনার দক্ষতা (Self-management skills)

শিক্ষার্থীর কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি নিজের কাজ নিজে করতে পারার দক্ষতা, আর্থিক সাক্ষরতা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা, ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও উদ্যোক্তা হওয়ার দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তা ও চাকুরি অনুসন্ধানের দক্ষতা, ভবিষ্যত কর্মদক্ষতা সুনির্দিষ্ট পেশায় নিয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

জীবন দক্ষতার উপাদানসমূহ

আত্মবিশ্বাস, নিয়ন্ত্রণ, সমস্যার সমাধান, মানসিক চাপে টিকে থাকা, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, সঠিক বা কার্যকরি যোগাযোগ,সমঝোতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সৃজনশীল বা সৃষ্টিশীল চিন্তা, সহানুভূতি, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতার গুরুত্ব

শুধু প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনই জীবনের চূড়ানত সফলতা নয়। এজন্য শিক্ষার্থীকে জীবিকায়নের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা কওে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। উদ্ভাবনী চিন্ড়্র ভাবনা, সৃজনশীলতা, আইসিটি সাক্ষরতা শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। **জীবিকায়ন এ দক্ষতাগুলোর মধ্যে** শিক্ষার্থীর Communication Skills (ICT, Language, Coding) – ই প্রধান ।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে অসীম মহাকাশ, স্থলভাগ, গভীর জলভাগের নিচের ভূ-প্রকৃতির এবং সমুদ্র অর্থনীতিতে (Blue Economy) তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। ব্যক্তিগত কাজ থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, যোগাযোগ, মেশিন লার্নিং অধুনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যতীত আমরা কল্পনা করতে পারি না। শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতায় তথ্য ও প্রযুক্তি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু জীবিকায়ন দক্ষতা সম্পন্ন হলে তার মাঝে যে ইতিবাচক দিকগুলো পরিলক্ষিত হয়-

- সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপনের মানসিক প্রস্তুতি তৈরি;
- আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে;
- সুশিক্ষার জন্য নিজেকে সচেষ্ট রাখে;
- কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়;
- নিরাপদ জীবন যাপন করতে চায়;
- মানবিকতা জাগ্রত হয়;
- রোগ ও নেশামুক্ত জীবন যাপনে সচেষ্ট হয়;
- সহিংসতামুক্ত শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে বিশ্বাসী হয়;
- সুস্থ মানসিকতা তৈরি হয়;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার করতে চায়;

শিশু জীবিকায়ন দক্ষতা সম্পন্ন না হলে তার মাঝে যে নেতিবাচক দিকগুলো পরিলক্ষিত হয়-

- মাদকাসক্ত হওয়া;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বহিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা;
- উগ্রবাদে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা;
- চুরি বা ডাকাতি দলের সাথে মিশে যাওয়া;
- শিক্ষা জীবন থেকে ড্রপ-আউট হওয়া;
- সহিংসতায় জড়িয়ে যাওয়া ও অকাল মৃত্যু;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক ব্যবহার;
- স্বার্থান্বেষী মহলের দলে সম্পৃক্ত হওয়া;

জীবিকায়ন দক্ষতা অর্জনের গুনাবলী-

শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতার জন্য বেশ কিছু গুনাবলী অর্জন করতে হবে। শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতা অর্জনে নিচের গুণাবলী ভূমিকা পালন করে।

- ভালো যোগাযোগ
- অনুপ্রেরণা এবং উদ্যোগ
- নেতৃত্ব
- দলগত কাজ
- ধৈর্য্যশীলতা
- অভিযোজন ক্ষমতা
- মানসিক নিয়ন্ত্রণ
- স্বেচ্ছাসেবী ও স্বেচ্ছাশ্রম
- পরমতসহিষ্ণুতা
- সামজিক সম্প্রীতি
- ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ

সহায়ক তথ্য অংশ - গ	**জাতীয় শিক্ষাক্রমে জীবিকায়ন দক্ষতা**

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এ শিশুর ১০ টি মূল যোগ্যতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে জীবিকায়ন দক্ষতা অন্যতম। শুধু পরীক্ষায় পাশ এবং মুখস্থনির্ভর না হয়ে, বহি:বিশ্বে টিকে থাকা ও জীবন জীবিকার জন্য শিশুর বহুমুখি দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সময়ের পরিবর্তনে বদলে যাচ্ছে মানুষের কর্মক্ষেত্র। প্রযুক্তির উৎকর্ষে কর্মক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)।

সকল কর্মের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্ম-দক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনমুখিনতা প্রদর্শন করে নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারার দক্ষতা তাকে অর্জন করতে হবে। একই সাথে পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল কর্মজগতের উপযোগী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। কর্মজগতের ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। পারস্পারিক স্থানীয় ও বৈশ্বিক সুরক্ষিত, নিরাপদ কর্মজীবন তৈরিতে অবদান রাখতে পারবে।

সহায়ক তথ্য অংশ - ঘ	**জীবিকায়ন দক্ষতা অর্জনে শিক্ষকের পেশাগত করণীয়**

জীবিকায়ন দক্ষতা অর্জনে শিক্ষকগণের সচেষ্ট হওয়া

শিক্ষকগণকে আন্তরিকতার সাথে **শিক্ষার্থীর জীবিকায়ন দক্ষতা** অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষার্থীর প্রতিটি যোগ্যতা তথা জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করা। বহিঃর্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন জ্ঞান দক্ষতা ও প্রযুক্তির সাথে নিজেকে হালনাগাদ রাখা ও শিক্ষার্থীকে সেগুলো যথাযথভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে পরিচালিত করা।

শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান বা দক্ষতার ঘাটতি পূরণ

পেশাগত জ্ঞানার্জন একটি ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়া। পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষককে নিজ বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতি ও বিকাশমান এবং শিক্ষাক্রমের ওপর জ্ঞান ধারণা নিজেকে হালনাগাদ রাখতে হবে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পেশাগত দক্ষতা পরিবর্তন হয়ে থাকে। সময়ের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষককে তাদের পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করতে হবে। যা তাদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষকগণের ইতিবাচক মনোভাব এবং আচরণ প্রদর্শন

শিশুর প্রতি সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব রাখতে হবে। শিশুর সাথে সদাচারণ শিশুর শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষককের প্রতি শিশুর সুন্দর মনোভাব তৈরি হয়। শ্রদ্ধাবোধ শিক্ষকের সদাচারণের উপর অনেকটাই নির্ভর করে।

শিক্ষকের পেশাগত দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি

মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-দক্ষতায় পরিপূর্ণ শিক্ষক হচ্ছে দেশ ও জাতির অমূল্য মানবসম্পদ। একটি সুন্দর জাতি গঠনে এবং জাতীয় ঐতিহ্য লালনে শিক্ষকের অবদান সর্বোচ্চ। শিক্ষকের আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠাই জাতি গঠনে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষককে গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে শিশুর সময়ের চাহিদা পূরণে কাজ করবে।

শিক্ষকগণের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক উন্নত করা

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক শিক্ষার সবচেয়ে বড় উপাদান। শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের সুন্দর ব্যবহারই কেবল শিশু নিজেকে নিরাপদ পরিবেশ অনুভব করে।শিক্ষকই একমাত্র শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করে থাকেন। শিক্ষকের আচরণই কেবল শিক্ষার্থীর মনের মণিকোটরে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যান। যা শিক্ষার্থীর নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে।

উন্নত দক্ষতা অর্জন

প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষককেও বিভিন্ন উন্নত দক্ষতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষার্থীকে উন্নত প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে শিক্ষককে সবার আগে নিজেকে জানতে হবে এবং শিক্ষার্থীর মাঝে সেই জ্ঞান বিতরণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র: **https://ypsa.org/cevec/youth_session_2.php**

অধিবেশন: ১০	যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষার্থীর যোগাযোগ দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
ঘ. যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, প্রদর্শন, মাইন্ড ম্যাপিং, পরিকল্পনা প্রণয়ন।

উপকরণ: শিখনফলসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম, মাল্টিমিডিয়া, তথ্যপত্র, পোস্টার পেপার।

অংশ-ক	যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)	সময়: ১০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যহিক কাজে যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill) ব্যবহার করেছে এই রকম একটি উদাহরণ জানতে চান।
৩. এরপর তাদের প্রশ্ন করুন, যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill) কী?
৪. প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তরগুলো মাইন্ড ম্যাপিং করে বোর্ডে লিখুন এবং যথাযথ উত্তর প্রদানে সহায়তা করুন।
৫. সম্ভাব্য উত্তর বলুন এবং আলোচনার মাধ্যমে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

যোগাযোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সাথে আমাদের অনুভূতি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্য ভাগাভাগি করি। আমাদের অনুভূতি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্য একে অন্যের সাথে কেবল বিনিময় ঘটলেই যোগাযোগ ঘটে না। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে-

১. আসলাম তার এক সহপাঠী সামিউলকে ডাক দিলো এবং বললো, আগামীকাল স্কুল বন্ধ। সামিউল মাথা নেড়ে মুচকি হাসি দিল। আসলাম তখন বুঝতে পারল যে, সামিউল তার দেয়া খবরটি বুঝতে পেরেছে এবং সেই সাথে সে খুশিও হয়েছে। এখানে যোগাযোগ সফল হয়েছে।
২. আসলাম এবার কণা'র কাছে গিয়ে বলল, আগামীকাল স্কুল বন্ধ। কণা বলল, আবার বলো, আমি বুঝতে পারছি না। আসলে এখানে যোগাযোগ হয়নি।

যোগাযোগ তখনই ঘটে যখন একজনের দেওয়া তথ্য অন্যজন বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সে জবাব দিতে পারে।

অংশ-খ	যোগাযোগ দক্ষতার ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন	সময়: ১৫ মিনিট

১. এখন পাশাপাশি দু'জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে জোড়া গঠন করুন। যোগাযোগ দক্ষতার ধরণ নিয়ে আলোচনা করতে বলুন।
২. ৪-৫ টি জোড়া থেকে একটি করে উত্তর নিয়ে বোর্ডে লিখুন এবং আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

সম্ভাব্য উত্তর: শোনার দক্ষতা, অ-মৌখিক যোগাযোগ, মানসিক সচেতনতা, প্রশ্ন করার দক্ষতা

অংশ-গ	যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা	সময়: ৪৫ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ৪ টি দলে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলকে আলাদা আলাদা পোস্টার পেপারে নিচের কাজ দুটি করতে বলুন। এ কাজে তাদের ১৫ মিনিট সময় দিন। প্রয়োজনে স্ক্যাফোল্ড করুন।
   ক. যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব
   খ. যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা
২. দলগত কাজ শেষ হলে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে বলুন।
৩. প্রয়োজনে **সহায়ক তথ্য অংশ-গ** এর সহায়তায় আলোচনা করুন।

অংশ-ঘ	যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়	সময়: ১৫ মিনিট

১. প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির কমপক্ষে ৫ টি উপায় নিজ খাতায় লিখতে বলুন।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৪-৫ জনের নিকট থেকে দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় শুনুন। উল্লেখিত উপায়সমূহ ব্যতীত অন্য কোন উপায় কোন প্রশিক্ষণার্থীর জানা থাকলে বলতে বলুন।
৩. প্রয়োজনে **সহায়ক তথ্য অংশ**-ঘ এর সহায়তায় আলোচনা করুন।

অংশ-ঙ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ৫ মিনিট

এই অধিবেশন শেষে জিজ্ঞেস করুন-

১. যোগাযোগ দক্ষতা কী?
২. যোগাযোগ দক্ষতার কয়েকটি ধরণ বলুন।
৩. কিভাবে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়? জানতে চান।

অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।

অধিবেশন পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য-১০	অধিবেশন-১০:যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষার্থীর যোগাযোগ দক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
ঘ. যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	যোগাযোগ বলতে যা বুঝি

যোগাযোগ এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সাথে আমাদের অনুভূতি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্য ভাগাভাগি করি। আমাদের অনুভূতি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্য একে অন্যের সাথে কেবল বিনিময় ঘটলেই যোগাযোগ ঘটে না। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে-

১. আসলাম তার এক ক্লাসমেট সামিউলকে ডাক দিলো এবং বললো, আগামীকাল স্কুল বন্ধ। সামিউল মাথা নেড়ে মুচকি হাসি দিল। আসলাম তখন বুঝতে পারল যে, সামিউল তার দেয়া খবরটি বুঝতে পেরেছে এবং সেই সাথে সে খুশিও হয়েছে। এখানে যোগাযোগ সফল হয়েছে।
২. আসলাম এবার কণা'র কাছে গিয়ে বলল, আগামীকাল স্কুল বন্ধ। কণা বলল, আবার বলো, আমি বুঝতে পারছি না। আসলে এখানে যোগাযোগ হয়নি।

যোগাযোগ তখনই ঘটে যখন একজনের দেওয়া তথ্য অন্যজন বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সে জবাব দিতে পারে।

যোগাযোগ কীভাবে ঘটে?

যোগাযোগের জন্য অন্তত দুটি পক্ষ দরকার হয়। আমরা সাধারণভাবে মনে করি ভাষার (বলা ও লেখা) মাধ্যমেই যোগাযোগ ঘটে। আসলে আমরা যেমন টেক্সট বা শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে যোগাযোগ করি তেমনি প্রতীক, চিহ্ন ও অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করেও যোগাযোগ করি। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করি:

চিত্র ২.১: যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সংকেত

উপরের প্রতীকগুলো দিয়ে কি যোগাযোগ সম্ভব? আপনি যদি দেখেন ট্রেন লাইন বিযুক্ত হয়ে আছে অথচ একটি ট্রেন আসছে। আপনি তখন কী করবেন? চিৎকার করে ট্রেন থামাবেন না লাল কাপড় উড়িয়ে থামতে বলবেন? নিশ্চয়ই লাল কাপড় উড়িয়ে থামানোর চেষ্টা করবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যোগাযোগের অনেক ধরনের উপায় রয়েছে। এসব উপায় আমরা শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করি।

যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)

মানুষ বিভিন্ন উপায়ের (পঞ্চ ইন্দ্রিয়, রং, আকৃতি, চিহ্ন, সংকেত, ছোট ও সহজ বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, ছবি ও চিত্র ইত্যাদি) মাধ্যমে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে থাকে। একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে তথ্য, ভাবনা, অনুভূতি এবং জ্ঞান কার্যকরভাবে বিনিময় করার ক্ষমতাই হলো যোগাযোগ দক্ষতা। শুধু কথা বলা বা লেখার মধ্যে এটি

সীমাবদ্ধ থাকবে না। সক্রিয়ভাবে শোনা, বলা, লেখা, পড়া, অঙ্গভঙ্গি ব্যবহারে বুঝিয়ে দেয়া এবং অন্যান্য অ-মৌখিক যোগাযোগও যোগাযোগ দক্ষতার (Communication Skill) অন্তর্ভুক্ত।

মূলত নিজে যা বলতে চাই তা অন্যকে সঠিকভাবে বুঝতে দেয়া এবং অন্যের দেয়া তথ্য নিজে সঠিকভাবে বুঝতে পারাই হলো যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill) ।

যোগাযোগ দক্ষতার উদাহরণ

১. **শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে যোগাযোগ:** ক্লাসে শিক্ষার্থীরা যদি কোনো বিষয় বুঝতে না পারে তবে তা শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দেয়া। শিখন শেখানো কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে স্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবেন।
২. **বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে সমস্যার সমাধান:** শ্রেণি কার্যক্রমে কোনো মতপার্থক্য হলে রাগ না করে শান্তভাবে সমস্যার সমাধান করা।
৩. **উপস্থাপনা:** স্পষ্ট ও আত্মবিশ্বাসের সাথে কোন বিষয় শিক্ষার্থীর মাঝে উপস্থাপন করতে হবে।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	**যোগাযোগ দক্ষতার ধরণ**

ভালো একজন কমিউনিকেটর হওয়ার জন্য যোগাযোগের চারটি প্রধান ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করা দরকার ।

১. শোনার দক্ষতা

কার্যকর যোগাযোগ করতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কে শুনতে হবে। একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কথায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, তারা মৌখিক এবং অ-মৌখিকভাবে কী বলছে তা শুনতে হবে এবং তাদের চিন্তাভাবনা বিবেচনায় আনতে হবে।

২. অ-মৌখিক যোগাযোগ

যোগাযোগ শুধু শোনার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল নয়। এটা অ-মৌখিক (অন্য ব্যক্তির শারীরিক ভাষা, কণ্ঠস্বর, চোখের যোগাযোগ, অঙ্গবিন্যাস এবং মুখের অভিব্যক্তি) হতে পারে। একটি বার্তা জানাতে মৌখিক যোগাযোগ এবং শরীরের ভাষা অবশ্যই সিঙ্ক হতে হবে।

৩. মানসিক সচেতনতা

যোগাযোগ দক্ষতার উন্নতির অর্থ হল একজন ব্যক্তি তার মানসিক বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা, আবেগ ও অনুভূতির মাধ্যমে তার চারপাশের লোকজনকে গভীরভাবে বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করে থাকে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি সংবেদনশীল পরিস্থিতি সনাক্ত করতে পারে, ব্যক্তির অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে, সহানুভূতি দেখাতে পারে এবং অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

৪. প্রশ্ন করার দক্ষতা

প্রশ্ন করার দক্ষতা যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারো সাথে যোগাযোগ করার সময় কথোপকথনের মূল বিষয়গুলি স্পষ্ট করার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

যোগাযোগ দক্ষতার উপাদানসমূহ

১. **মৌখিক যোগাযোগ (Verbal Communication)**: কথার মাধ্যমে বার্তা প্রকাশ। উদাহরণ: একটি ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে একটি ধারণা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছেন।

২. **লিখিত যোগাযোগ (Written Communication)**: লেখার মাধ্যমে চিন্তা বা তথ্য প্রকাশ করা। উদাহরণ: একজন ছাত্র তার শিক্ষককে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সাহায্যের জন্য ইমেইল পাঠাচ্ছে।

৩. **অ-মৌখিক যোগাযোগ (Non-verbal Communication)**: শরীরের ভাষা, মুখের অভিব্যক্তি, এবং চোখের যোগাযোগের মাধ্যমে বার্তা প্রকাশ। উদাহরণ: যখন কোনো ব্যক্তি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

৪. **সক্রিয়ভাবে শোনা (Active Listening)**: মনোযোগ দিয়ে অন্যের কথা শোনা এবং বোঝা। উদাহরণ: বন্ধুর সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং সহানুভূতির সাথে প্রতিক্রিয়া জানানো।

সহায়ক তথ্য অংশ - গ	**যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব**

১. সম্পর্ক উন্নয়ন করা

কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যক্তি একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখতে পারে। উদাহরণ: পরিবারে সদস্যদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সঠিকভাবে কথা বলা।

২. ব্যক্তিগত ইমেজ উন্নত করা

ব্যক্তি পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি সবার মাঝে প্রকাশের জন্য কার্যকরভাবে যোগাযোগ দক্ষতা ব্যবহার করে থাকেন।

৩. **দলগত কাজ:** একটি দলের মধ্যে স্পষ্ট যোগাযোগ কার্যকর সহযোগিতা নিশ্চিত করে। উদাহরণ: স্কুলের প্রজেক্টে দলগত কাজ করার সময় নিজেদের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা।

৪. **সমস্যা সমাধান:** যোগাযোগ দক্ষতা ব্যবহার করে জটিল পরিস্থিতি সহজে সমাধান করা যায়। উদাহরণ: সহপাঠীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হলে শান্তভাবে আলোচনা করে সমাধান করা।

৫. **নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা:** ভালো যোগাযোগ দক্ষতা একজন ব্যক্তিকে সফল নেতা হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

উদাহরণ: স্কুলে একজন ছাত্র নেতা নিজের দলে সকলের কথা শুনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা:

১.ভাষাগত যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব

মানুষের সবার আগে ভাষাগত যোগাযোগ দক্ষতা দরকার। একাধিক ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা, সাহিত্যের রস আস্বাদনে সমর্থ হওয়া, বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সাথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।

২.শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ। যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে মাথায় রাখতে হয়- আমরা কী জন্য যোগাযোগ করি এবং কীভাবে যোগাযোগ করি। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময় ও নির্দেশনা প্রদান। এজন্য মৌখিক ও ইশারা-ইঙ্গিত দুই ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহার করতে পারি।

৩.শৃঙ্খলা (Discipline) প্রতিষ্ঠায় যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব

যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শৃংখলাপূর্ণ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যথা- প্রতিরোধমূলক শৃংখলা, সহায়তামূলক শৃংখলা ও সংশোধনমূলক শৃংখলা।

৪. তথ্য প্রযুক্তিতে যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার্থীর প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা অতি জরুরী। টেলিযোগাযোগ, স্যাটেলাইট যোগাযোগ, অডিও ভিডিও সম্প্রচার, ডাটাবেস ব্যবস্থাপনা, সফটওয়্যার উন্নয়ন, নেটওয়ার্ক, মুদ্রণ প্রযুক্তি, বিনোদন প্রযুক্তি, শিক্ষণ- প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, ডাটাকে একস্থান হতে অন্য স্থানে কিংবা এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তর এবং তথ্য ভান্ডার সম্পর্কে নিজেকে অবগত রাখা সবই শিক্ষার্থীর যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে।

৫.বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব

ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ- বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশিস্ট বিজ্ঞান, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি ব্যাখ্যার আলোকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ দ্রুত মূল্যায়ন ও সমাধান করা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে জানতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ চিনতা, সম্ভাবনা ও করণীয় নির্ধারণ এবং যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল, যৌক্তিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৬. ডিজিটাল প্রযুক্তিতে যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব

শিক্ষার্থীরা তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, যাচাই ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, পরিমিত, দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান এবং নতুন উদ্ভবনে ভূমিকা রাখতে পারবে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যার কার্যকর ডিজিটাল সমাধান উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিস্তরণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলতে পারবে।

৭. সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব অর্জনে যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্বঃ

শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত এ বিশ্ব ব্যবস্থার যুগে বৈচিত্রময় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য একে অন্যের সাথে কার্যকরভাবে আদান-প্রদান করতে এবং পরস্পর সহযোগিতা, সোহার্দ ও ভাতৃত্ববোধের মাধ্যমে শিক্ষকের সহায়তায় উন্নত ও সমৃদ্ধ নাগরিক দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতামতের পাশাপাশি অন্যের মতামত বিবেচনা করতে পারবে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বজায় রেখে নিরাপদ বাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। একই সাথে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

সহায়ক তথ্য অংশ - ঘ	**যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়**

ব্যক্তিগত জীবন ও পেশাগত জীবন উভয় ক্ষেত্রেই ভালো যোগাযোগ দক্ষতা থাকা দরকার। মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং স্বচ্ছতার সাথে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা ব্যক্তিগত জীবন ও পেশাগত জীবনে সফলতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১.ব্যক্তিগত যোগাযোগ দক্ষতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী থাকা

কারও সঙ্গে যোগযোগের আগে নিজের দিকে খেয়াল করতে হয়। মানুষ কোন জিনিস প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে তা খেয়াল রাখা । আত্ম-সচেতনতা থাকলে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। এতে ব্যক্তি মানসিকভাবে আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

২. ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং শোনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ভালো যোগাযোগের অন্যতম শর্ত হলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়া। অন্যকে কথা বলার সুযোগ দেয়া এবং সে যা বলছে তা মন দিয়ে শুনা। অনেকসময় অপরপক্ষ যা বলতে চাচ্ছে তা সব সময় মুখে প্রকাশ নাও করতে পারে, সেক্ষেত্রে তাদের কণ্ঠস্বর, অভিব্যক্তি এবং শারীরিক ভাষা থেকে তার যোগাযোগের উদ্দেশ্য বুঝে নিতে হতে পারে।

৩.আই কন্ট্যাক্ট

শিক্ষক যখন কথা বলেন তখন আই কন্ট্যাক্ট তথা শিক্ষার্থীর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হয়। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললে শিক্ষার্থীর কথা মন দিয়ে শুনবে পারা যায়। এতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সহজে আন্ড়রিকতার সাথে নিয়ন্ত্রন করে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। অপরদিকে শিক্ষার্থীরাও ভর-ডর বিহীনভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে শিখনফল অর্জন করে থাকে।

৪.বক্তব্যের উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকা

শিক্ষকের আলোচনার উদ্দেশ্য পরিস্কার থাকতে হবে। অস্পষ্ট বক্তব্যে শিক্ষার্থীরা অন্য মনস্ক হয়ে থাকে। এতে যোগাযোগের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন সম্বব হয় না।

৫. কৌশলী পন্থা অবলম্বন করা

শিক্ষক কৌশলী পন্থা অবলম্বন করে কথা বলতে পারলে শিক্ষকের কথা শোনার জন্য শিক্ষার্থীরা উন্মুখ হয়ে থাকে। যোগাযোগে দক্ষতা থাকলে অন্যের প্রতিক্রিয়া এবং মনোভাব বোঝা সহজ হয়।

৬. শরীরি ভাষা এর ব্যবহার

শিক্ষককের কথা বলার সময় তার মৌখিক ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি তার অঙ্গভঙ্গি তথা দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা, মুখের ব্যবহার, উচ্চারণ এককথায় শরীরের ভাষা ব্যবহার শিক্ষার্থীরা অনুসরণ কওে থাকে। তাই শিক্ষককে মার্জিত ও কাঙ্খিত শরীরের ভাষা ব্যবহারে সচেস্ট হতে হবে।

অধিবেশন: ১১	সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision making skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার বিবেচ্য বিষয়সমূহ শনাক্ত করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা বিকাশে শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলীয় কাজ, কেইস স্টাডি।

উপকরণ: সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্র, পিপিটি, পোস্টার পেপার, মার্কার, সাইনপেন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পাঠ্যপুস্তক।

অংশ-ক:	শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার ধারণা	সময়: ৩০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও অধিবেশন পরিচালনার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
২. আজকের অধিবেশনের শিরোনাম ঘোষণা করুন।
৩. প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে কী বুঝি? প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার সূত্র ধরে নিচের তথ্যটি ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর: সিদ্ধান্ত গ্রহণ এক ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সফট স্কিল। বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে সর্বোত্তম সম্ভাব্য বিকল্পটি বেছে নেয়ার একটি প্রক্রিয়া হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা। সাধারণত বিদ্যমান পরিস্থিতি বোঝা, বিকল্পের মূল্যায়ন এবং প্রতিটি পছন্দের সম্ভাব্য পরিণতি যাচাই করে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

৪. উপরের প্রসঙ্গের সাথে সংগতি রেখে প্রশ্ন করুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন প্রয়োজন? প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে তথ্য আহবান করুন।

সম্ভাব্য উত্তর: লক্ষ্য নির্ধারণ, ভাল-মন্দ বোঝা, নেতৃত্ব, জীবনে সাফল্য অর্জন ইত্যাদি।

৫. উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। এরপর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে নিচের তথ্যছকটি তুলে ধরুন।

সম্ভাব্য উত্তর: এই দক্ষতা থাকলে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, ভাল-মন্দ বিবেচনা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিমন্ডলে মিলেমিশে চলতে নানা ক্ষেত্রে শিশুকে বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল হয়। একটি সঠিক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত শিশুর জীবনের সাফল্য, সার্থকতা ও প্রকৃত সুখ বয়ে আনে। সিদ্ধান্ত ভুল হলে তা শিশুর জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

৬. এরপর তথ্যপত্র অনুযায়ী পোস্টার কিংবা প্রজেক্টরে বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সেগুলোর সুবিধা ও অসুবিধা এবং প্রদত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেলটি ব্যাখ্যা করুন।
৭. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন, শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা সম্পর্কে আমরা কী শিখলাম?

৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপ সমূহ কী কী সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্ভাব্য উত্তর শুনুন এবং আলোচনার মাধ্যমে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-খ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও বিকাশের উপায় ব্যাখ্যাকরণ	সময়: ৫৫ মিনিট

১. নিচের কেইসটি প্রজেক্টরে উপস্থাপন করুন।

> সবুজ পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। সে খুবই সিদ্ধান্ত হীনতায় ভোগে। যেমন- স্কুল থেকে ফিরে সে কি পিতা- মাতার কাজে সহায়তা করবে, নাকি কার্টুন দেখবে? বিকেলে বিদ্যালয়ের হোম ওয়ার্ক করবে, নাকি খেলতে যাবে? এই ধরণের সমস্যা তার বিভিন্ন কাজে প্রভাব ফেলে। সে কখন কোন কাজ করবে সেটা বুঝে উঠতে পারে না। ফলে অনেক সময় অস্থিরতায় ভোগে।

২. প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পড়তে বলুন। কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় তা ভাবতে বলুন। নিজ নিজ খাতায় সম্ভাব্য সমাধানগুলো লিখতে বলুন।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনাগুলো বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং করুন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতে বলুন। আলোচনার সূত্র ধরে **সহায়ক তথ্য অংশ-খ এর** আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ক ইস্যুসমূহ ও উন্নয়নের উপায়গুলো আলোচনা করুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে ৫টি দলে বিভক্ত করুন।

৫. প্রতিদলে ছকে প্রদত্ত কর্মপত্রটি দিন। প্রতিটি দলকে ভিন্ন ভিন্ন ৫টি ইস্যু (**সহায়ক তথ্য অংশ-খ এর** আলোকে) দিয়ে কর্মপত্রটি সম্পাদন করতে বলুন।

[প্রশিক্ষণার্থীগণ উপর্যুক্ত ধাপগুলি অনুসরণ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যপত্র তৈরি করবেন। শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষার্থী হিসেবে সিমুলেশন করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী (প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষার্থী হিসেবে) তার বিদ্যালয় অথবা তার পরিবারের যে কোন একটি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যেমন-জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন, দৈনিক পড়ালেখার রুটিন তৈরি, খেলাধূলার রুটিন তৈরি ও বার্ষিক ঐতিহাসিক ভ্রমণ স্থান নির্বাচন, বাড়ির কাজের রুটিন তৈরি ইত্যাদি।]

৬. কাজটি করতে ২০ মিনিট সময় দিন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে উপস্থাপনে আহবান জানান।

শিক্ষার্থীর নাম	লক্ষ্য নির্ধারণ	তথ্য সংগ্রহ	বিকল্প নির্ধারণ	মূল্যায়ন	সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৭. প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থাপিত দলীয় কাজের সময় এবং পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি ধাপের কার্যকারিতা ও শ্রেণিতে কীভাবে সাধারণ পাঠের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

অংশ-গ	অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী	সময়: ৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশ্নগুলো করুন-

- আজ আমরা কী শিখলাম?

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর বিবেচ্য বিষয় সমূহ কি কি?
- দৈনন্দিন জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর একটি উদাহরণ দিন এবং প্রদত্ত মডেল অনুসরণ করে কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ব্যাখ্যা করুন।

এ অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন এবং সবশেষে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য-১১	অধিবেশন-১১: সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision making Skill)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার বিবেচ্য বিষয়সমূহ শনাক্ত করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা বিকাশে শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ এক ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সফট স্কিল। বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে সর্বোত্তম সম্ভাব্য বিকল্পটি বেছে নেয়ার একটি প্রক্রিয়া হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা। সাধারণত বিদ্যমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন, বিকল্পের মূল্যায়ন এবং প্রতিটি পছন্দের সম্ভাব্য পরিণতি যাচাই করে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই দক্ষতা থাকলে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, ভাল-মন্দ বিবেচনা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিমন্ডলে মিলেমিশে চলতে নানা ক্ষেত্রে শিশুকে বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল হয়। একটি সঠিক সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত শিশুর জীবনের সাফল্য, সার্থকতা ও প্রকৃত সুখ বয়ে আনে। সিদ্ধান্ত ভুল হলে তা শিশুর জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তাই এটি সম্পর্কে বিশদ ধারণা থাকা ও বাস্তব ক্ষেত্রে এই দক্ষতার প্রয়োগ করতে পারা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে কবি রবার্ট ফ্রস্টের একটি লেখা উল্লেখ করা যেতে পারে-

“I shall be telling this with a sight
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less travelled by,
And that has made all the difference.”

বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সেগুলোর সুবিধা ও অসুবিধা নিচের ছকে তুলে ধরা হলো।

১) আবেগ (Impulse)	
সুবিধা	অসুবিধা
যখন তাৎক্ষণিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয় আর যখন কোন কিছু না করার পরিণতি ভয়াবহ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এটি উপযোগী।	এধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ভিত্তি থাকে না, শুধুমাত্র চান্সের উপর ফলাফল ছেড়ে দেয়া হয়।
২) অনুকরণীয় আচরণ (Imitative Behavior)	
অন্যের অনুমানের উপর ভিত্তি করে এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল হিসেবে এটা অনেকে অনুসরণ করে থাকে।	অন্যের জন্য যেটা উপকারী নিজের জন্য সেটা নাও হতে পারে।
৩) অন্তদৃষ্টি (Intuition)	

এটিকে একটি স্মার্ট পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ এই পন্থায় অনেক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ পাওয়া যায়।	এক্ষেত্রে প্রাপ্যতার পক্ষপাত ঘটতে পারে। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা থাকে। আবেগ, ক্লান্তি ও অসুস্থতা লক্ষ্যণীয়।
৪) যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া (Rational Decission Making)	
এটি পদ্ধতিগত ও ব্যাপক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি।	কোন তথ্য বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটি নয় সেটা যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ে। যুক্তির সীমাবদ্ধতা দেখা যায়।
৫) সন্তুষ্টিমূলক আচরণ (Satisfaying Behavior)	
প্রথম বিকল্পটি বেছে নেয়া সহজ ও সন্তুষ্টিজনক।	বেশি অনুসন্ধান নিরুৎসাহিত করা হয়। কাজেই ভাল বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বার বুদ্ধ হয়ে যায়।

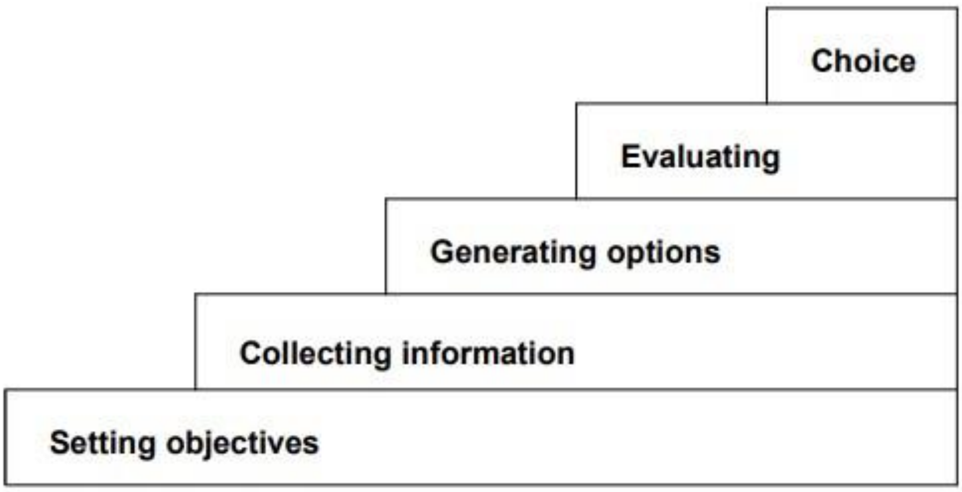

চিত্র-১: যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেল

সূত্রঃ **Greenbank, P. (2010)**

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক প্রক্রিয়ার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মডেল। উপরে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত মডেলটি তুলে ধরা হলো।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি করতে সহায়তা করে। তবে এই দক্ষতা উন্নয়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। নিচে এসব বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

ইস্যুসমূহ

- **পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের অভাব:** সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল শেখানোর জন্য উপযুক্ত গল্প, খেলা বা কার্যক্রমের ঘাটতি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া শেখানোর জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব।
- **সংস্কৃতিগত প্রভাব:** শিশুরা সাধারণত পরিবারের বা সমাজের বড়দের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে অভ্যস্ত, যার ফলে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা কম হয়।
- **পর্যাপ্ত সময়ের অভাব:** পাঠ্যসূচির চাপের কারণে শিশুদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুশীলনের জন্য সময় কম দেওয়া হয়।
- **সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার অভাব:** প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা এবং সৃজনশীলতা উন্নয়নে পর্যাপ্ত কার্যক্রম না থাকা।
- **আবেগের প্রভাব:** শিশুরা আবেগপ্রবণ হওয়ার কারণে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়।

উন্নয়নের জন্য করণীয়

- **শ্রেণিকক্ষে গল্প ও উদাহরণ ব্যবহার:** শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো গল্প বা উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুশীলন করা যেতে পারে।
- **গ্রুপ ডিসকাশন:** দলগত আলোচনা এবং মতামত শেয়ার করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কৌশল শেখানো যেতে পারে।
- **গেম্স এবং কার্যক্রম:** ভূমিকাভিনয় এবং সিমুলেশন গেম্স ব্যবহার করে শিশুদের বাস্তব পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুশীলন করানো যায়।
- **শিক্ষকের ভূমিকা:** শিক্ষকগণ শিশুদের সঠিক প্রশ্ন করার এবং বিভিন্ন বিকল্প চিন্তা করার ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন। এবং বিভিন্ন বিকল্প পন্থা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খুঁজতে উৎসাহিত করতে পারেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - গ	শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা বিকাশের উপায়

বিভিন্ন গবেষণাপত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন ধাপের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ গবেষণায় লক্ষ্য নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ, বিকল্প নির্ধারণ, মূল্যায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। শিশুরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করবে সেগুলো হলো:

লক্ষ্য নির্ধারণ: যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে বিষয় সম্পর্কে মুক্তভাবে চিন্তা করে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্বাচন করতে হবে। যেমন- একজন শিশু বিদ্যালয় প্রদত্ত বাড়ির কাজ করবে নাকি বন্ধুদের সাথে খেলবে। অথবা নিজের

বাসা পরিষ্কার করার কাজের ক্ষেত্রে সে কি পিতামাতা কে সাহায্য করবে নাকি করবে না এই ব্যাপারে শিক্ষক হিসেবে কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে, যেমন- সিদ্ধান্ত নিতে তোমার কী প্রয়োজন? তুমি কী করতে চাচ্ছ?

তথ্য সংগ্রহ: শিশুকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে বিদ্যালয় প্রদত্ত বাড়ির কাজ শেষ করতে কত সময় লাগবে। আর কত দ্রুত সে কাজটি শেষ করবে।

বিকল্প নির্ধারণ: সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন বিকল্প চিন্তা করতে শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে। বিদ্যালয় ও ব্যক্তিজীবনে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থা ভাবতে পারে।

মূল্যায়ন: এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের বিকল্প চিন্তা, কর্মপন্থা বা কাজের মূল্যায়ন করবে। অর্থাৎ এ ধাপে বিকল্প ধারণাগুলোর সম্ভাব্য ফলাফল চিন্তা করা হয়। যেমন-শিক্ষার্থীরা না পড়ে যদি খেলতে যায় এর ফলাফল কী হতে পারে তা ভাবা। পরিবারের কাজের ক্ষেত্রেও একই উপায়ে ভাবা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ: এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিকল্পগুলোর ভাল-মন্দ দিক বিবেচনা করতে নির্দেশনা দিতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর সাথে সম্পর্কিত দলীয় কিছু প্রজেক্ট ওয়ার্ক দেয়া যেতে পারে। কাজটি যেন প্রজেক্ট দলের সুফল বয়ে আনে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পিতা-মাতাও বাড়িতে তাদের ছেলে মেয়েকে ছোট ছোট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহযোগিতা করতে পারেন। যেমন- ছেলে-মেয়েরা নিজের জন্য পছন্দের জামা-কাপড় ক্রয় করতে পিতা-মাতা সহায়তা করতে পারেন।

কর্মপত্র:

প্রশিক্ষণার্থীগণ উপর্যুক্ত ধাপগুলি অনুসরণ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যপত্র তৈরি করবেন। শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষার্থী হিসেবে সিমুলেশন করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী (প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষার্থী হিসেবে) তার বিদ্যালয় অথবা তার পরিবারের যে কোন একটি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যেমন-জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন, দৈনিক পড়ালেখার রুটিন তৈরি, খেলাধূলার রুটিন তৈরি ও বার্ষিক ঐতিহাসিক ভ্রমণ স্থান নির্বাচন, বাড়ির কাজের রুটিন তৈরি ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর নাম	লক্ষ্য নির্ধারণ	তথ্য সংগ্রহ	বিকল্প নির্ধারণ	মূল্যায়ন	সিদ্ধান্ত গ্রহণ

তথ্যসূত্র:

Greenbank, P. (2010). Developing Decision-making Skills in Students: an active learning approach. *Edge Hill University*.

Romiszowski, A. J. (2016). *Designing instructional systems: Decision making in course planning and curriculum design*. Routledge.

অধিবেশন: ১২	টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা (Sustainable eco friendly/green education)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিছন্নতার ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
ঘ. পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিখনফল শনাক্ত করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০মিনিট
পদ্ধতি ও কৌশল: ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলীয় কাজ, কেইস স্টাডি।
উপকরণ: সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্র, পিপিটি, পোস্টার পেপার, সাইনপেন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক ।

অংশ-ক	টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার ধারণা	সময়: ২০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও অধিবেশন পরিচালনার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
২. জিজ্ঞেস করুন টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা বলতে কী বুঝি ? প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার সূত্র ধরে নিচের তথ্যটি ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর:
টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা হলো এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যা পরিবেশ সুরক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নকে (Sustainable Development) গুরুত্ব দেয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি সবুজ, পরিষ্কার এবং টেকসই পৃথিবী গড়ার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। অনেকে এই ধরণের শিক্ষাকে গ্রিন শিক্ষা আখ্যা দিয়ে থাকেন।

৩. উপরের প্রসঙ্গ এনে শিক্ষার্থীর টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা কেন প্রয়োজন? তা প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করুন। এ প্রসঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে তথ্য আহবান করুন।

সম্ভাব্য উত্তর: সবুজ বিশ্ব গড়া, পরিবেশ সচেতনতা, দূষণ মুক্ত পরিবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

৪. তথ্যগুলো বোর্ডে লিখুন এবং আলোচনা করুন। একই ভাবে তথ্যপত্রের আলোকে টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করুন।
৫. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন, টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা বলতে কী বুঝি? প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তরগুলি বোর্ডে লিখুন এবং ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ-খ	শিশুর ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রসমূহ	সময়: ২৫ মিনিট

কেইস

খুলনার কয়রা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। সেখানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, স্বাভাবিক জোয়ারে নিম্নভূমি প্লাবিত হওয়া ইত্যাদি নানা সমস্যা লেগেই থাকে। বিগত সিডর এবং আইলায় এলাকাটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। প্রায়ই এ ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এলাকাটি তছনছ হয়, বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এ ধরণের সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কী? এ ব্যাপারে আমরা শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে পারি? নিজেরা চিন্তা করুন।

১. প্রশিক্ষণার্থীদের উপরের কেইসটা পড়তে বলুন এবং উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের পথ কী হতে পারে আলোচনা করুন।

২. এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন। শিশুর ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করতে বলুন এবং সেই ক্ষেত্রগুলি কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করা যায় তার একটি তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন।

শিশুর বাক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রসমূহ	শিশুর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রের অনুশীলন	শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রসমূহ	শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রসমূহের অনুশীলন

৩. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করার সুযোগ দিন।

৪. আলোচনা করে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।

অংশ-গ	টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা	সময়: ১০ মিনিট

১. প্রশ্ন করে জানতে চান- শিক্ষার্থীর জন্য টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? এরপর তাদের উত্তরের আলোকে আলোচনা করুন।
২. **কিভাবে এগুলো শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করতে পারে?** উদাহরণসহ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতে সহায়তা করুন।
৩. প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এবং **সহায়ক তথ্য অংশ-গ** এর সূত্র ধরে বিষয়টি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করুন।

অংশ-ঘ	পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পাঠ শনাক্তকরণ	সময়: ৩০ মিনিট

১. প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রাথমিক স্তরের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক দিন।

২. নিচের ছক অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পাঠ শনাক্ত করে উপস্থাপন করতে সহযোগিতা করুন।

পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পাঠ	পাঠ শিরোনাম	শিখনফল	শ্রেণিতে বাস্তবায়ন কৌশল
দল ১- বাংলা (৩য়-৫ম)			

দল ২- ইংরেজি (৩য়-৫ম)			
দল ৩- প্রাথমিক বিজ্ঞান (৩য়-৫ম)			
দল ৪- বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (৩য়-৫ম)			

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের দলীয় কাজ উপস্থাপন শেষে বিষয়টির ধারণা উদাহরণ সহকারে স্পষ্ট করুন।
[এই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা সহায়ক অধ্যায় প্রত্যেক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে কমবেশি রয়েছে। কাজেই শিক্ষকগণ যেন সচেতনভাবে শ্রেণিতে এটার গুরুত্ব বুঝে পাঠ উপস্থাপন করেন সেটা স্মরণ করিয়ে দিবেন।]

অংশ-ঙ	অধিবেশন সারসংক্ষেপ ও মূল্যায়ন	সময়: ৫ মিনিট

নিম্নের প্রশ্নগুলো করুন-

- টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
- শিশুর ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম বলুন।
- পাঠ্যপুস্তক পাঠের সাথে পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কীভাবে সংযোগ ঘটাবেন?

উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ করুন, সবশেষে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য-১২	অধিবেশন-১২: টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা (Sustainable Eco friendly/green Education)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ–

ক. পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিছন্নতার ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
ঘ. পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিখনফল শনাক্ত করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য অংশ - ক	টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার ধারণা

শিশুর বিকাশ শুধুমাত্র একাডেমিক সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি আবেগীয়, সৃজনশীল, মানসিক এবং শারীরিক বিকাশকেও অন্তর্ভুক্ত করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, সমস্যা সমাধান করা, সৃষ্টিশীল হওয়া, এবং তাদের আবেগ প্রকাশ করার মতো দক্ষতা অর্জন করে। এসব দক্ষতা তাদের সারা জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা টেকসই উন্নয়ন অর্জনের প্রধান উপকরণগুলোর একটি। সারা বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করছে যে বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা টেকসই নয় এবং একটি টেকসই সমাজ নিশ্চিত করার জন্য জনসচেতনতা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। সঠিকভাবে (টেকসইভাবে) জীবনযাপন করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার করার ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে বর্তমান প্রজন্মকে টেকই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার ধারণা দেয়া দরকার।

টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা হলো এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যা পরিবেশ সুরক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই (সাসটেইনেবল) উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি সবুজ, পরিষ্কার এবং টেকসই পৃথিবী গড়ার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। অনেকে এই ধরণের শিক্ষাকে গ্রিন শিক্ষা আখ্যা দিয়ে থাকেন। টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার মূল বিবেচ্য দিকসমূহ আলোচনা করা হলো:

- **পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি:** এ ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলে। যেমন: কীভাবে মাটি, পানি, বাতাস, বন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়।
- **টেকসই উন্নয়ন:** শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় যে কীভাবে ভবিষ্যতে প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নয় বরং পরিবেশ এবং সমাজেরও ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী সমাধান:** শিক্ষার্থীদের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী সমাধান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন: নবায়নযোগ্য শক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং পরিবেশবান্ধব কৃষির গুরুত্ব।
- **সামাজিক দায়িত্ব:** শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করা হয়, যাতে তারা বুঝতে পারে কিভাবে নিজেদের জীবনযাপনকে পরিবেশবান্ধব করতে পারে এবং সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে।
- **প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ:** শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় কিভাবে পানি, বিদ্যুৎ, কাগজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়। পাশাপাশি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য পদার্থ ব্যবহারের গুরুত্বও বোঝানো হয়।
- **পরিষ্কার পরিবেশের গুরুত্ব:** এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার পরিবেশ বজায় রাখতে উৎসাহিত করা হয়। যেমন: গাছ লাগানো, প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো, এবং স্বচ্ছতা রক্ষা করা।

- **ইকো-ফ্রেন্ডলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইকো-ফ্রেন্ডলি আর্কিটেকচার ও স্থাপত্য নীতির অনুসরণ করা হয়। যেমন: সৌর শক্তির ব্যবহার, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং কম কার্বন নিঃসরণকারী বিল্ডিং ডিজাইন। গ্রিন শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য সজাগ ও পরিবেশ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক। এটি প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সুষ্ঠু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার এবং পরিবেশগত সঙ্কট সমাধানে সহায়তা করতে তাদের প্রস্তুত করে।

এটি একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, যা পরিবেশের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সাসটেইনেবল পৃথিবী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য সাধন করে।

সহায়ক তথ্য অংশ - খ	শিশুর ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিছন্নতার ক্ষেত্রসমূহ

শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস তাদের সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। শিশুর পরিছন্নতার ক্ষেত্রসমূহ দুইটি। একটি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, আর অন্যটি পরিবেশগত পরিছন্নতা। নিচে এ দুটি ক্ষেত্রের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো:

১. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (Personal Hygiene)

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বলতে নিজস্ব শরীর এবং দৈনন্দিন অভ্যাসের পরিচ্ছন্নতাকে বোঝায়। এটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার কিছু মৌলিক বিষয় নিচে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো:

- **হাত ধোয়া:** প্রতিবার খাওয়ার আগে ও পরে এবং টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোয়া প্রয়োজন। শিশুকে শেখাতে হবে যে খেলার পর মাটি স্পর্শ করলে বা বাইরে থেকে এলে হাত ধুতে হবে।
- **দাঁত ব্রাশ করা:** দিনে অন্তত দু'বার (সকালে এবং রাতে) দাঁত ব্রাশ করা দরকার। শিশু ব্রাশের সঠিক পদ্ধতি শিখবে।
- **গোসল করা:** শিশুরা প্রতিদিন পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে গোসল করবে। শিশুরা নিয়মিত গোসল করে ঘাম ও ময়লা দূর করবে।
- **নখ কাটা:** শিশুরা সপ্তাহে একবার নখ কেটে পরিষ্কার রাখবে। শিশুরা শিখবে বড় নখে ময়লা জমতে পারে, যা খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পাওে তাই নখ পরিষ্কার রাখতে হবে।
- **পরিষ্কার পোশাক পরা:** শিশুরা নিয়মিত পরিষ্কার পোশাক পরবে। শিশুরা খেলাধুলার পর বা ঘাম হলে পোশাক বদল করবে।
- **পানি পান করার সঠিক অভ্যাস:** শিশুরা বিশুদ্ধ পানি পান করবে। শিশুরা বোতল বা ফিল্টারের পানি পান করার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

২. পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা (Environmental Hygiene)

পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বলতে শিশুদের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা বোঝায়। এটি শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

- **বাড়ি পরিষ্কার রাখা:** আমরা বসবাসের জায়গা যেমন ঘর, রান্নাঘর এবং বাথরুম পরিষ্কার রাখি। শিশুরা প্রতিদিন ঘর ঝাড়ু দেওয়া অথবা ময়লা পরিষ্কার করতে পরিবারের সকলকে সহায়তা করবে।

- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:** আমরা ময়লা আবর্জনা নির্ধারিত স্থানে ফেলি এবং পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করি। শিশুরা প্লাস্টিক আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলবে এবং জৈব বর্জ্য কম্পোস্ট তৈরি করতে ব্যবহার করবে।
- **পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা:** আমরা জমে থাকা পানি পরিষ্কার করি। বাড়ির আশপাশে মশার লার্ভা জন্মাতে পারে এমন জমা পানি পরিষ্কার করতে শিশুরা সহায়তা করবে।
- **খেলার জায়গা পরিষ্কার রাখা:** শিশুরা যেখানে খেলে বা সময় কাটায়, সেগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। কাজেই খেলার মাঠে প্লাস্টিক বা ভাঙা কাঁচ পড়ে থাকলে তা সরাতে হবে।
- **বাতাস দূষণমুক্ত রাখা:** অযথা ময়লা পোড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে আবর্জনা নিস্পত্তি করতে শিশুকে শেখানো দরকার।
- **গাছ লাগানো:** শিশুদের মধ্যে গাছ লাগানোর অভ্যাস তৈরি করা দরকার। পরিবেশ রক্ষায় শিশুদের ছোট ছোট গাছ লাগাতে উৎসাহ দিতে হবে।

ব্যক্তিগত এবং পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ও সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পরিবার উভয়কেই শিশুদের পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ দিতে হবে। পরিচ্ছন্নতার এই অভ্যাস শিশুদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং তাদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

সহায়ক তথ্য অংশ - গ	শিক্ষার্থীর জন্য টেকসই পরিবেশ বান্ধব শিক্ষার গুরুত্ব

টেকসই পরিবেশবান্ধব শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলে এবং তাদের ভবিষ্যতে পরিবেশ রক্ষায় দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এটি শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি:** টেকসই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানে। উদাহরণ: শিক্ষার্থীদের শেখানো যায় কীভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার কমাতে হয়। গল্প, ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব বোঝানো যায়।
- **টেকসই অভ্যাস তৈরি:** এই শিক্ষা শিশুদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। উদাহরণ: খাবারের প্যাকেট বা কাগজ নির্ধারিত স্থানে ফেলা হয়। পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করা দরকার।
- **প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার শেখা:** শিশুদের শেখানো হয় কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করতে হয়। উদাহরণ: বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বোঝানো হয়। 'বৃষ্টির পানি সংগ্রহ' প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের পানির অপচয় রোধে উৎসাহিত করা যায়।
- **পরিবেশ সংরক্ষণে নেতৃত্ব দানের মানসিকতা গড়ে তোলা:** টেকসই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের নেতৃত্বদানের গুণাবলি তৈরি হয়। তারা নিজেরা পরিবেশবান্ধব কাজের উদ্যোগ নিতে শেখে। উদাহরণ: স্কুলে 'পরিবেশ ক্লাব' তৈরি করা, পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতার প্রচারণা চালানো ইত্যাদি।
- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শিক্ষা:** শিশুদের শেখানো হয় কীভাবে বর্জ্য কমিয়ে পুনর্ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ: প্লাস্টিক বোতল বা কাগজ দিয়ে নতুন জিনিস বানানো, জৈব বর্জ্য থেকে সার তৈরি শেখানো ইত্যাদি।

- **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া:** শিশুদের বোঝানো হয় জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে পৃথিবীকে প্রভাবিত করছে এবং এটি মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। উদাহরণ: গ্রিনহাউস গ্যাস ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সম্পর্কে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা, কার্বন নিঃসরণ কমানোর উপায় শেখানো।
- **সৃজনশীল সমাধানের ধারণা প্রদান:** টেকসই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা সমস্যাগুলোর সৃজনশীল সমাধান খুঁজতে শেখে। উদাহরণ: নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন সৌর শক্তি ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা, স্কুলে ছোট আকারে সৌর প্যানেল বা কম্পোস্ট বক্স স্থাপন ইত্যাদি।

সহায়ক তথ্য অংশ - ঘ	পাঠ্যপুস্তকে অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব শিক্ষা

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে পরিবেশবান্ধব শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশগত চেতনা তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে যে বিষয়বস্তুগুলো পরিবেশবান্ধব শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত, তার কিছু উদাহরণ নিচের ছকে তুলে ধরা হলো:

শ্রেণি	বিষয়	পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু	উদ্দেশ্য
৩য়	প্রাথমিক বিজ্ঞান	শক্তি, পানি, মাটি, জীবনের জন্য সূর্য	বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণ এবং অপচয় রোধের পদ্ধতি ইত্যাদি
	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা	প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার উপায়
	ইসলাম শিক্ষা	জীব ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা	প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজন্তুর প্রতি যত্নশীল হওয়া
৪র্থ	প্রাথমিক বিজ্ঞান	মাটি, প্রাকৃতিক সম্পদ, আবহাওয়া ও জলবায়ু, জীবনের নিরাপত্তা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ	প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার উপায় জানা ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার ইত্যাদি
সকল	সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম	পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং স্থানীয় পরিবেশগত ইভেন্ট	পরিবেশ এর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন

তথ্যসূত্র:

Lamanauskas, V., & Malinauskienė, D. (2024). Education for sustainable development in primary school: Understanding, importance, and implementation. *European journal of science and mathematics education.*, *12*(3), 356-373.
প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (২০২১), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ